Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা ফাতেমা সিদ্দিকা

রোলঃ 227021367

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা ফাতেমা সিদ্দিকা

রোলঃ 227021367

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা ফাতেমা সিদ্দিকা, আইডিঃ 227021367 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফারজানা ফাতেমা সিদ্দিকা

আইডিঃ 227021367

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

সালাতের বিবরণ 1

নামায (নামাজ): সালাতের আঞ্চলিক নাম 3

নামাযের প্রকারভেদ 3

ইসলামে সালাতের মর্যাদা: 4

দৈনিক ৫ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইতিহাস 5

নামাজের ধর্মীয় গুরুত্ব 7

হাদিসের আলোকে সালাত 24

ব্যক্তি জীবনে নামাজের গুরুত্ব 34

মানুষের সামাজিক জীবনে নামাজের প্রভাব 38

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত 40

নামাজ পরিত্যাগ করার বিধান 51

সাহাবায়ে কেরামগন এর কাছে নামাযের গুরুত্ব 52

সালফে সালেহীনগন এর কাছে নামাযের গুরুত্ব 53

উপসংহার 54

গ্রন্থপঞ্জি 55

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি সালাতের মাধ্যমে আমাদের মতো নগণ্য বান্দাদের তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। সালাত হলো ইসলামের দ্বিতীয় রুকন।কালেমার পরে সালাতের স্থান।একজন মানুষ ঈমান আনার পর তার উপর প্রথম যেটি পালন ফরজ হয়ে পড়ে সেটি সালাত। সালাত এমন এক মাধ্যম যা সরাসরি আল্লাহর সাথে বান্দার যোগাযোগ স্থাপন করে।

সালাতের বিবরণ

আভিধানিক অর্থ

সালাত (صلاة) আরবি শব্দ।সালাত (صَلَاة)শব্দটি اِسْمُ مَصْدَر বা ক্রিয়ামূল। এটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে সালাওয়াত (صَلَوَات)। সালাত এর আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ: দোয়া, রহমত, নত হওয়া, অনুসরণ করা, উপাসনা, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝায় । আজানের ভাষ্য অনুসারে সালাতের অপর নাম الفلاح (ফালাহ) অর্থাৎ সাফল্য।হাই আলাল ফালাহ: সাফল্যের জন্য এসো।

স্থান-কাল পাত্রভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন-
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ

“যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন তাতে সাড়া দেয়।যদি সে সিয়ামরত হয়, তাহলে সে যেন (ওখানে গিয়ে) দু'আ করে। আর যদি সিয়ামরত না হয় তাহলে সে আহার করবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪১২; আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৬০, তিরমিযী]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসে 'সালাত' শব্দটি দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[আল-মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৩, পৃ. ৪১৩, ইবনু উসাইমীন, শারহু রিয়াদুস সালিহীন, খ. ৪, পৃ. ২০২]

তবে সালাত শব্দটি সর্বক্ষেত্রে দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হয় না; বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ইবনু মানযুর, লিসানুল আরাব, খ. ১৩, পৃ. ৫২৩; আল-মুনাবী, ফাইদুল কাদীর শারহুল জামি'ইস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ৪১৩]

যেমন-সালাত শব্দটি যখন আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয় 'প্রশংসা করা[ইবনু মান্যুর, লিসানুল আরব খ ১৪ পৃ ৪৬৫]

তবে কারো মতে এক্ষেত্রে সালাত শব্দটি রহমত বর্ষণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কারো মতে এক্ষেত্রে বরকত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

'সালাত' শব্দটি আল্লাহর ক্ষেত্রে যে 'রহমত' অর্থে নয় বরং 'প্রশংসা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার দলীল হলো- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত প্রশংসা ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১৫৭]

উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে, আল্লাহর ক্ষেত্রে 'সালাত' শব্দটি প্রশংসা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা এ আয়াতে আল্লাহর ক্ষেত্রে 'সালাত' ও 'রহমত' শব্দ দুটি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সালাত শব্দটি যখন ফেরেশতা, জিন ও মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয় 'দু'আ করা'। [ইবনু মানযুর লিসানুল আরব খ ১৪ পৃ ৪৬৫]
তবে কারো মতে এক্ষেত্রে সালাত শব্দটি ক্ষমা প্রার্থনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর জন্যে সালাত ও সালাম প্রেরণ করো।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং ৫৬]

সালাত শব্দটি যখন পশুপাখি ও জড় পদার্থসমূহের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয় 'তাসবীহ' তথা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা। [ইবনু মানযুর লিসানুল আরব খ ১৪ পৃ ৪৬৫]

৬. আর এখানে সালাত নির্দিষ্ট আরকান-আহকামের সমষ্টি নামায অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

নামায (নামাজ): সালাতের আঞ্চলিক নাম

নামায শব্দটি ফার্সি: نماز শব্দ থেকে উদ্ভূত। আরবী صلاة (সালাত) শব্দের সমার্থকরূপে نماز (নামায/নামাজ) শব্দটি একাধারে উপমহাদেশীয় অঞ্চলের বাংলাদেশে বাংলা ভাষায়, ভারতে হিন্দি এবং পাকিস্তানে উর্দু ভাষায় একীভূত এবং বহুল প্রচলিত।

ইসলামী শারীয়াতের পরিভাষায় সালাত বা নামায

ইসলামী পরিভাষায় শারিয়াহ নির্ধারিত তথা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আমলকৃত কতিপয় আহকাম-আরকান সহকারে বিশেষ বিশেষ ওয়াক্ত বা সময়কালে আদায়কৃত বিশেষ ইবাদাত-কে সালাত বা নামায বলে।

প্রত্যেক বালেগ মুমিন-মুসলিমের জন্য দিনে এবং রাত্রে ২৪ ঘন্টায় ৫ (পাঁচ) ওয়াক্তে ৫ (পাঁচ) বার সালাত বা নামায আদায় করা ফরজে আইন ,যথাঃ ১.ফজর ২. যোহর ৩. আসর ৪. মাগরিব ৫. ইশা।

নামাযের প্রকারভেদ

১.ফরয ২. ওয়াজিব ৩. সুন্নাত ৪. নফল।

ফরযের প্রকারভেদ

১.ফরজে আ'ঈন এবং ২. ফরজে কিফায়া

১.ফরজে আ'ঈন: প্রত্যেক ঈমানদার প্রাপ্ত বয়স্ক হুঁশ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির উপর ৫ ওয়াক্তে ফরয নামায আদায় করা ফরযে আ'ঈন (অবশ্যই পালনীয়)। যেমন: ফযরের ২ রাকায়াত ফরয,

যোহরের ৪ রাকায়াত ফরয, আসরের ৪ রাকায়াত ফরয মাগরিবের ৩ রাকায়াত ফরয এবং ঈশার ৪ রাকায়াত ফরয ফরযে আঈন।

২. **ফরজে কিফায়া**:জানাযার নামাযে অংশ নেয়া ফরযে কিফায়া অর্থাৎ সমাজের পক্ষ হতে কেউ একজন হলেও অংশ গ্রহণ করলে যে ফরয আদায় হয়ে যায় তাকে ফরযে কিফায়া বলে।

সুন্নাতের প্রকারভেদ

১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ২. সুন্নাতে জায়েদা

১. **সুন্নাতে মুয়াক্কাদা**: ফযর+যোহর+মাগরিব+এশায় প্রত্যেক ফরয নামাযের আগে কিংবা পরের সুন্নাতকে বলা হয় সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

২. **সুন্নাতে জায়েদা** :আসরের ফরযের পূর্বের সুন্নাত-কে সুন্নাতে জায়েদা বলা হয়।

এই বিভিন্ন প্রকার নামাজের বিভিন্ন গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে।

ইসলামে সালাতের মর্যাদা:

সালাত একটি আদি ইবাদাত যা সকল ধর্মেই ছিল। সালাত ঈমানের দাবি। কোন শরিয়তই সালাত থেকে খালি ছিল না। কারণ যে ধর্মে সালাত নেই তা পূর্ণ কল্যাণবাহী হতে পারে না। কিতাব ও সুন্নাহতে সালাতের আদেশ করা হয়েছে। ইসলাম সালাতের বিষয়টি কঠিনভাবে নিয়েছে। আর সালাত তরককারীদের সতর্ক করেছে বারবার। কিয়ামত দিবসে সর্বাগ্রে হিসাব নেয়া হবে সালাতের। এ কারণেই সকল নবী-রাসূল সালাতের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম আ.-এর দু'আতে সালাতের বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ إبراهيم.

"হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার পরিবারকেও".[সূরা ইবরাহীম: ৫৫

আর সালাতের কারণে ইসমাঈল আ.-এর প্রশংসা করছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا مريم(٥٥ :

"আর সে তার পরিবারকে সালাত ও যাকাতের আদেশ করত এবং সে ছিল তার রবের নিকট সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত"। সূরা মারইয়াম: ৫৫

আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিলের প্রথমভাগেই মূসা আ. কে সালাত কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন।
আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং সালাতকে অঙ্গীকারকৃত বিষয়াবলীর মধ্যে সবচে' গুরুত্ব দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿البقرة : ٨٣

"আর আমি যখন বনী ইসরাঈলের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করবে না। পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। আর মানুষকে ভাল কথা বলবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে"।' [সুরা বাকারা ৮৬]

দৈনিক ৫ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইতিহাস

পবিত্র লাইলাতুল মিরাজের সময় মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজ এর মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য ৫০ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নিয়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে হযরত মূসা আলাইহিমুস সালামের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি নামাজের ওয়াক্তের পরিমাণ আল্লাহর কাছ থেকে কমিয়ে আনার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুপারিশ করেন। সে মোতাবেক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে ফিরে গিয়ে ওয়াক্তের পরিমাণ কমানোর জন্য একাধিকবার আর্জি পেশ করলে তা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। ফলশ্রুতিতে, ওয়াক্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ । (সূত্র: বুখারি, হাদিস নং: ৩৪৯)

নামাজের প্রস্তুতিতেও সওয়াব

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ " . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " .

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি কি তোমাদের বলব না, আল্লাহ তা‘আলা কি দিয়ে গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ (বলে দিন)। তিনি বললেনঃ কষ্ট থাকার পরেও ভালভাবে ওযূ করা, মাসজিদের দিকে বেশি বেশি যাতায়াত করা এবং এক নামায শেষ করে পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই হল ‘রিবাত’ (প্রস্তুতি)।সহীহ্। ইবনু মাজাহ-(৪২৮), মুসলিম।

নামাজের প্রক্রিয়া শুরু হয় মুলত ওয়াক্ত শুরুর মাধ্যমে।আর এই ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর আজানের মাধ্যমে মুসল্লীদের নামাজের জন্য ডাকা হয়। প্রকৃত সফল নামাজীরা আজান কানে প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দেয়। নামাজ শুরু হওয়ার পুর্বের এসব প্রক্রিয়া গুলোও মুসল্লীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ন।যে ব্যক্তি আজান শুনবে এবং উত্তর দিবে তাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

আবার নামাজের জন্য পবিত্রতা অর্জনের জন্য অজু আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা নামাজের জন্য অজু করাকে ফরজ করেছেন।নামাজের জন্য অজু করার চমৎকার ফজিলত বর্ণনা করেছেন নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ওযু এবং ওযুর পরপরই সালাত আদায়ের ফযীলত রয়েছে।
যুহারর ইবনু হারব (রহঃ) ..... হুমরান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রাযিঃ) ওযু শেষে বললেন যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাব। আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে একটি আয়াত না থাকত তাহলে আমি তোমাদেরকে কখনোই হাদীসটি শুনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যখন ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে (অর্থাৎ ভালভাবে উযুর স্থানগুলো ভিজায়) তারপর সালাত আদায় করে তখন তার এ সালাত ও পিছনের সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। উরওয়াহ বলেন, আয়াতটি হলঃ "আমি যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্যে কিতাবে তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরেও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে লানাত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়" (সূরাহ আল-বাকার ২ঃ ১৫৯)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৩৩, ইসলামিক সেন্টারঃ ৪৪৯)

নামাজের ধর্মীয় গুরুত্ব

আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বিভিন্নভাবে নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন।কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

কুরআন এর আলোকে নামাজের গুরুত্ব

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِ
:: এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো। এবং তোমরা যাকাত প্রদান করো। এবং তোমরা রুকূ' করো রুকূ'কারীদের সাথে।[সুরা বাকারাহ:৪৩]

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين
:: এবং তোমরা সাহায্য চাও সবরের ও সালাতের মাধ্যমে। এবং নিশ্চয় তা বড়ই (তিক্ত) বিষয়, খাশেয়ীনের (খুশুকারীদের/বিনীতদের) উপর ছাড়া [সুরা বাকারাহ ৪৫]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ
:: এবং (উল্লেখ্য) যখন আমরা বানী ইসরাইলের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি (এ মর্মে যে), “তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করো না। এবং পিতা-মাতার প্রতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, ইয়াতীমদের প্রতি এবং অভাবগ্রস্তদের প্রতি উত্তম আচরণ করো। এবং মানুষকে সুন্দর কথা বলো। এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো”। তারপর তোমাদের মধ্য থেকে অল্প কিছু ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। এবং তোমরা তো বিমুখ।[সুরা বাকারাহ ৮৩]
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
:: এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং তোমরা যাকাত প্রদান করো। এবং তোমরা তোমাদের কল্যাণার্থে যেসব কল্যাণকর কাজ অগ্রিম করে যাবে আল্লাহর নিকট তা (তার শুভ প্রতিফল) পাবে। নিশ্চয় তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[সুরা বাকারাহ'র ১১০]
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

:: এবং (উল্লেখ্য) যখন আমি 'আল বাইত'কে (অনন্য প্রতিষ্ঠানকে) স্থাপন করেছি মানবজাতির জন্য সমাবর্তনস্থলরূপে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থারূপে। এবং তোমরা ইবরাহীমের আদর্শিক অবস্থান (মাক্বামে ইবরাহীম) থেকে সালাত সম্বলিত বিষয় (মুসল্লা) গ্রহণ করো / তোমরা ইবরাহীমের আদর্শিক অবস্থানকে সালাত সম্বলিত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করো। এবং আমি ফরমান দিয়েছি ইবরাহীমকে এবং ইসমাইলকে (এ মর্মে) যে, আমার (নির্ধারিত) প্রতিষ্ঠানকে পরিচ্ছন্ন রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, ই'তিকাফকারীদের জন্য, রুকূ'কারীদের জন্য এবং সাজদাহকারীদের জন্য।[সুরা বাকারাহ ১২৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

:: হে যারা বিশ্বাস করেছো, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো সবরের ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের (ধৈর্যশীল-অধ্যবসায়ীদের) সাথে থাকেন।[সুরা বাকারাহ ১৫৩]

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

:: পূণ্য কাজ এ নয় যে, তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম ক্বিবলার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। কিন্তু পূণ্যকাজ সে-ই করে যে বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাত দিবসের প্রতি এবং ফেরেশতাদের প্রতি এবং কিতাবের (আল্লাহর বিধানের) প্রতি এবং নবীগণের প্রতি এবং তার মহব্বতের মালসম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজনকে, ইয়াতীমদেরকে, অভাবগ্রস্তদেরকে এবং ছিন্নমূলকে / উদ্বাস্তুকে / বাস্তুহারাদেরকে (ইবনে সাবীলকে) এবং সাহায্যপ্রার্থীকে এবং কারো ঘাড়কে (দাসত্ব/ ঋণের বোঝা / দারিদ্রের কষাঘাত থেকে) মুক্ত করার ক্ষেত্রে। এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং যখন তারা প্রতিজ্ঞা করে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণকারী এবং অর্থ-সংকটে, দু:খ-ক্লেষে ও সংগ্রাম সংকটের সময় সবরকারী। তারাই ঐসব লোক যারা সত্যবাদী এবং তারাই সত্যাগ্রহী, স্রষ্টা-সচেতন। [সুরা বাকারাহ ১৭৭]

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

:: তোমরা সালাতসমূহের প্রতি হেফাযতকারী (যত্নবান) হও এবং (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী / কেন্দ্রস্থ সালাতের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়ে দাঁড়াও।সুরা বাকারাহ ২৩৮]

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

:: যদি তোমরা (স্বাভাবিক নিয়মে সালাত হেফাযত করতে না পারার) ভয় করো, তবে পদচারী হও বা আরোহী হও (চলন্ত অবস্থায় সালাত করে নাও/ যথাসম্ভব উপায়ে হিজরত করো)। তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।[সুরা বাকারাহ ২৩৯]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

:: নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং সংশোধনমূলক কাজ / সৎকর্ম করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে তাদের পারিতোষিক/ পুরস্কার আছে। এবং তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দু:খিতও হবে না।সুরা বাকারাহ ২৭৭]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

:: হে যারা বিশ্বাস করেছো, তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হবে না এ অবস্থায় যে, তোমরা আড়ষ্ট মস্তিষ্ক / অন্য চিন্তায় বিভোর / সচেতন-মনোসংযোগে অপ্রস্তুত, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তার জ্ঞান রাখো। এবং অপরিচ্ছন্ন অবস্থায়ও নয়, যদি না পথ অতিক্রমরত (অসুবিধাসম্পন্ন) হও, যতক্ষণ না তোমরা তা ধুয়ে ফেলো। এবং যদি তোমরা অসুস্থ থাকো, অথবা সফর অবস্থায় থাকো বা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ শৌচাগার থেকে আসে বা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করো তারপর পানি না পাও তাহলে তোমরা তায়াম্মুম (অনুসন্ধান) করো পবিত্র উচ্চভূমি। তখন তোমরা মুছে নাও তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহকে এবং তোমাদের হাতসমূহকে। নিশ্চয় আল্লাহ উদার, ক্ষমাশীল।[সুরা আন নিসা ৪৩]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

:: তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে বলা হয়েছিলো, “তোমরা তোমাদের হাতসমূহকে গুটিয়ে রাখো, এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং তোমরা যাকাত প্রদান করো”। তারপর যখনি তাদের উপর সশস্ত্র সংগ্রামকে বিধিবদ্ধ করা হলো তখনি তাদের মধ্যকার একটি দল মানুষকে ভয় করলো যেমন ভয় করা উচিত আল্লাহকে বা তার চেয়ে কঠিন ভয়। এবং তারা বললো, “আমাদের প্রভু, কেন তুমি আমাদের উপর সশস্ত্র সংগ্রামকে বিধিবদ্ধ করলে? কেন তুমি আমাদেরকে নিকটবর্তী (আরও স্বল্পদৈর্ঘ্য) সময়সীমা পর্যন্ত অবকাশ দিলে না?” বলো, “দুনিয়ার ভোগসমাগ্রী স্বল্পকালীন। এবং আখিরাতই তার জন্য উত্তম যে সত্যাগ্রহী / স্রষ্টা-সচেতন হয়। এবং তোমাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না”।[সুরা আন নিসা ৭৭]

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

:: এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো তখন তোমরা সালাতকে সংক্ষেপ করাতে তোমাদের উপর দোষ নেই যদি তোমরা ভয় করো যে, যারা কুফর (সত্য অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান) করেছে তারা তোমাদেরকে ফিতনায় (কিংকতর্ববিমুঢ় অবস্থায়/ চরম বিপদে) ফেলবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।[সুরা আন নিসা১০১]

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

:: এবং (কাফিরদের কর্তৃক ফিতনায় পড়ার আশংকাগ্রস্ত অবস্থায়) যখন তুমি (রসূল) তাদের মধ্যে থাকো, এবং তুমি তাদের জন্য সালাতে দাঁড়াও, তখন তাদের মধ্য থেকে একদল যেন তোমার সাথে দাঁড়ায়, এবং তারা যেন তাদের অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র থাকে। তারপর যখন তারা সাজদাহ করবে, তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে থাকে, এবং যেন অন্য দল আসে যারা সালাত করেনি। তখন তারা যেন তোমার সাথে সালাত করে। এবং তারা যেন গ্রহণ করে তাদের সতর্কতা ও তাদের অস্ত্র। এবং যারা কুফর করেছে তারা কামনা করে, যদি তোমরা অসচেতন হয়ে যাও তোমাদের অস্ত্র থেকে এবং তোমাদের সরঞ্জামাদি থেকে! তাহলে তারা আক্রমণ করবে তোমাদের উপর, একটাই চরম আক্রমণ। এবং তোমাদের উপর দোষ নেই, যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয়, অথবা তোমরা অসুস্হ হয়ে পড়ো, সে অবস্থায় তোমাদের অস্ত্র সরিয়ে রাখলে। এবং তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।[সুরা আন নিসা ১০২]

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

:: তারপর যখন তোমরা সালাত কাযা (যথানিয়মে সম্পাদন) করো, তারপর আল্লাহকে স্মরণ করো দাঁড়িয়ে, বসে ও তোমাদের পার্শ্বদেশের উপর (কাত হয়ে শুয়ে)। অন্যদিকে যখন তোমরা নিরাপদ থাকো, তখন তোমরা (স্বাভাবিক নিয়মে) সালাত প্রতিষ্ঠা করো। নিশ্চয় সালাত মু'মিনদের উপর সময় সাপেক্ষ বিধান হিসেবে বিদ্যমান (বিধিবদ্ধ)।[সুরা আন নিসা ১০৩]

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

:: নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়, অথচ তিনিই তাদেরকে ধোঁকায় রেখেছেন। এবং যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন তারা দাঁড়ায় অনাগ্রহ-অলসতার সাথে, মানুষকে দেখানোর জন্য। এবং তারা আল্লাহকে অত্যন্ত অল্পই স্মরণ করে।[সুরা আন নিসা ১৪৩]

لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

:: কিন্তু তাদের (ইয়াহুদদের) মধ্যকার জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিবর্গ (রাছিখূনা ফিল ইলম) এবং মু'মিনগণ তাতে বিশ্বাস করে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার আগে নাযিল করা হয়েছিলো এবং (তারা) সালাত প্রতিষ্ঠাকারী এবং যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহর প্রতি ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী। তারাই এমন লোক আমি শীঘ্রই যাদেরকে মহাপুরস্কার দেবো।[সুরা আন নিসা ১৬২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

:: হে যারা বিশ্বাস করেছো, যখন তোমরা দাঁড়াও সালাতের দিকে (সালাতের প্রস্তুতিপর্বে), তখন তোমরা ধৌত করো তোমাদের মুখমন্ডলসমূহ, এবং তোমাদের হাতসমূহ কনুইসমূহ পর্যন্ত, এবং তোমরা মুছে নাও তোমাদের সমগ্র মাথাসমূহ এবং তোমাদের পাসমূহ টাখনুসমূহ পর্যন্ত। এবং যদি তোমরা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকো, তাহলে তোমরা পরিচ্ছন্ন হও। এবং যদি তোমরা অসুস্থ থাকো; অথবা সফর অবস্থায় থাকো অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ শৌচাগার থেকে আসে বা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করো তারপর পানি না পাও, তাহলে তোমরা তায়াম্মুম (অনুসন্ধান) করো পবিত্র উচ্চভূমি। তখন তা থেকে (সেই উপাদানের মাধ্যমে) তোমরা মুছে নাও তোমাদের মুখমন্ডলসমূহকে এবং তোমাদের হাতসমূহকে। আল্লাহ ইচ্ছা করেন না তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখতে। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে পবিত্র করতে, এবং তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করতে। যেন তোমরা শোকর (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করতে পারো।[সুরা আল মা'ইদাহ ৬]

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

:: এবং নিশ্চয় আল্লাহ বানী ইসরাইলের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারো জন নকীব (অধিনায়ক / নেতা) সমুত্থিত করেছিলাম। এবং আল্লাহ বলেছিলেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং আমার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করো এবং তাদেরকে শক্তি যোগাও এবং আল্লাহকে করজে হাসানাহ (উত্তম ঋণ) দাও। তাহলে আমি তোমাদের থেকে তোমাদের মন্দ কাজগুলোকে মোচন করবো এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবো যার নিচ অংশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে এরপরও (প্রতিশ্রুতি দানের পরও) তোমাদের মধ্য থেকে যে কুফর (সত্য অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান) করবে সে সরল পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে"।[সুরা আল মা'ইদাহ ১২]

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

:: নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু ও অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ও তারাই যারা বিশ্বাস করে এবং যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে, এ অবস্থায় যে, তারা রুকূ'কারী।[সুরা আল মা'ইদাহ ৫৫]

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ
:: এবং যখন তোমাদেরকে সালাতের দিকে ডাকা হয় তখন তারা সেটাকে উপহাস ও খেলতামাশারূপে গ্রহণ করে। এটা এ কারণে যে, তারা এমন এক কওম যারা আক্বল (বিবেক-বুদ্ধি, Common sense) প্রয়োগ করে না।[সুরা আল মা'ইদাহ ৫৮]

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
:: নিশ্চয় শয়তান ইচ্ছা করে যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে, এবং আল্লাহর যিকর (স্মরণ ও স্মরণিকা) থেকে ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বাধা দিবে। তবুও কি তোমরা বিরত হবে না?[সুরা আল মা'ইদাহ ৯১]

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
৬:৭২ :: এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সচেতন হও। এবং তিনিই সেই সত্তা যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।[সুরা আল-আন‘আম ৭২]

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
:: এবং এ কিতাব, আমরা তা নাযিল করেছি সমৃদ্ধিময় এবং পূর্ব থেকে তার সামনে থাকা কিতাবের প্রত্যয়নকারীরূপে এবং এজন্য যে, যেন তুমি উম্মুল ক্বুরা (জনপদ জননী) ও সেটির চারপাশের জনপদবাসীকে সতর্ক করে দাও। এবং যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তারাই সেটিকে (এ কিতাবকে) বিশ্বাস করে। এবং তারা তাদের সালাতের উপর হেফাযতকারী।সুরা আল-আন‘আম ৯২]

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
:: বলো, “নিশ্চয় আমার সালাত, আমার নুসুক (ধর্মীয় বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে পশু উৎসর্গ ও সংহতিমূলক রীতি পালন করা / কুরবানি), আমার জীবন ও আমার মরণ সবই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত”।সুরা আল-আন‘আম ১৬২]

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ
:: এবং যারা কিতাবকে আঁকড়ে ধরে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীল-সংশোধনকারীদের পুরস্কার নষ্ট করি না।[আল-আ‘রাফ ১৭০]

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
:: (তারাই মু’মিন) যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[আল-আনফাল৩]

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

:: এবং তাদের সালাত কিছুই নয় 'আল বাইতের' (অনন্য প্রতিষ্ঠানের) কাছে শিস / উলুধ্বনি দেয়া এবং করতালি / অনর্থক ব্যস্ততা ছাড়া। সুতরাং তোমরা যে কুফর (সত্য অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান) করতে তার কারণে তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করো।[আল-আনফাল ৩৫]

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

:: তারপর যখন হারাম মাসসমূহ (বিধিবদ্ধ যুদ্ধ বিরতির ও সংরক্ষিত মাসসমূহ) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে (হারাম এলাকার) যেখানেই পাও (সম্মুখ যুদ্ধে / এনকাউন্টারে) হত্যা করো এবং তাদেরকে (সরাসরি) ধরে ফেলো এবং তাদেরকে অবরোধ ও (অগ্রাভিযান ও পারস্পরিক যোগাযোগে) বাধাগ্রস্ত করো এবং তাদেরকে (গেরিলা হামলা ও আচমকা) ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসো। তবে যদি তারা তাওবাহ করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।[আত-তাওবাহ্ ৫]

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

:: তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তারা দ্বীনের (জীবনব্যবস্থার) ভিত্তিতে তোমাদের ভাই। এবং আমি আয়াতসমূহকে তফসীল আকারে (বিস্তারিত) বর্ণনা করেছি, সেই ক্বওমের জন্য যারা জ্ঞানার্জন করে।[আত-তাওবাহ্ ১১]

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَـٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

:: নিশ্চয় তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহের ব্যবস্থাপনা করবে (ব্যবস্থাপনার অধিকার রাখে) যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায় যে, তারাই পথনির্দেশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[আত-তাওবাহ্ ১৮]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

:: এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের আওলিয়া (বন্ধু ও অভিভাবক)। তারা ন্যায় কাজের আদেশ দেয় এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তারাই ঐসব লোক যাদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিমান, মহাবিজ্ঞ।[আত-তাওবাহ্ ৭১]

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

:: এবং তাদের (মুনাফিকদের) মধ্য থেকে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার ব্যাপারে কখনো সালাত (সংযোগ-সমর্থন ও আশীর্বাদ প্রার্থনা) করবে না এবং (বিশেষ মর্যাদায় কবরস্ত করতে বা ইতিবাচক ভাবাবেগ প্রকাশার্থে) তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে এবং ফাসিক্ব (বিধি-লংঘনকারী, দুষ্কর্মশীল) অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।[আত-তাওবাহ্ ৮৪]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

:: তুমি তাদের মালসমূহ থেকে সদাক্বাহ গ্রহণ করো। সেটির মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র করো ও পরিশুদ্ধ করো। এবং তুমি তাদের ব্যাপারে সালাত করো (সমর্থন-সহযোগিতা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করো)। নিশ্চয় তোমার সালাত তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক হবে। এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[আত-তাওবাহ্ ১০৩]

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

:: এবং আমি মূসাকে ও তার ভাইকে ওহী করেছিলাম (এ মর্মে) যে, "তোমরা দুজন তোমাদের ক্বওমের জন্য মিসরে কয়েকটি গৃহ স্থাপন করো এবং তোমাদের গৃহসমূহকে ক্বিবলা (কেন্দ্র, Center) বানাও এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও"।[সুরা ইউনুস ৮৭]

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

:: সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই তরাফে (ভাগে) এবং রাত থেকে যুলাফায় (কাছাকাছি পর্যায়ের লগ্নসমূহে)। নিশ্চয় ভালো কাজ মন্দ কাজকে অপসারিত করে। এটা স্মরণকারীদের জন্য স্মরণীয় বিষয়।[সুরা হূদ ১১৪]

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

:: এবং যারা সবর (ধৈর্য-অধ্যবসায়) করে তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির অন্বেষণে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং ভালো দিয়ে মন্দকে দূর করে, তারাই ঐসব লোক যাদের জন্য আছে চূড়ান্ত আবাসের শুভ পরিণাম।[আর-রা'দ ২২]

قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

:: বলো আমার সেই বান্দাদেরকে যারা বিশ্বাস করেছে, যেন তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যেন আমি তাদেরকে জীবিকা হিসেবে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে ঐ দিন আসার আগেই যাতে কোনো বেচা-কেনা এবং বন্ধুত্ব চলবে না। [সুরা ইব্রাহীম ৩১]

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

:: (ইবরাহীম আরো বললো,) “আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আমি আবাসনে রেখেছি আমার উত্তরসূরীদের মধ্য থেকে একটি উপত্যকায় যা চাষাবাদযোগ্য নয়, যা আপনার ‘আল বায়তুল মুহাররমের’ (সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠানের) কাছে। আমাদের প্রভু, এজন্য যে, যেন তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং মানুষের অন্তরসমূহকে এমন বানিয়ে দিন যেন তারা তাদের দিকে অনুরাগপূর্ণ হয়, এবং তাদেরকে ফলফলাদি থেকে জীবিকা দান করুন, যেন তারা শোকর (কৃতজ্ঞতা) করে”।[সুরা ইব্রাহীম ৩৭]

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

১৪:৪০ :: (ইবরাহীম আরো বললো), “আমাকে বানিয়ে দিন সালাত প্রতিষ্ঠাকারী এবং আমার উত্তরসূরীদের মধ্য থেকেও (সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দিন)। আমাদের প্রভু, (আমাদের) দুআ কবুল করুন”।[সুরা ইব্রাহীম ৪০]

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

:: সালাত প্রতিষ্ঠা করো দুলুকিশ শামস (মধ্যাহ্নে সূর্য ঢলে পড়া) থেকে গাছাক্বিল লাইল (রাতের তমসাচ্ছন্নতা) পর্যন্ত সময়কালে। এবং ফজরের কুরআন পাঠ (খুবই গুরুত্বপূর্ণ)। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ (বিশেষ) প্রত্যক্ষণীয় বিষয়।[সুরা আল-ইসরা ৭৮]

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

:: বলো, “আল্লাহ নামে ডাকো অথবা রহমান (পরম দয়াময়) নামে ডাকো, যে নামেই ডাকো, তাঁরই জন্য আসমাউল হুসনা (সুন্দর নামসমূহ)”। এবং তোমার সালাতকে অতি উচ্চমাত্রায় প্রকাশ করো না (উচ্চস্বরে সম্পাদন করো না) এবং সেটিকে অতি নিম্নমাত্রায়ও সম্পাদন করো না এবং সেটার মধ্যম মাত্রাই অবলম্বন করো।[আল-ইসরা ১১০]

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

:: এবং তিনি আমাকে সমৃদ্ধিময় করেছেন যেখানেই আমি (ঈসা) থাকি, এবং তিনি আমাকে ওয়াসিয়্যাত (বিশেষ নির্দেশ প্রদান) করেছেন সালাতের ও যাকাতের প্রতি যতদিন আমি স্থায়ী (জীবিত) থাকি।[সুরা মারইয়াম ৩১]

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

:: এবং সে (ইসমাইল) তার পরিবার পরিজনকে সালাতের ও যাকাতের প্রতি আদেশ দিতো। এবং সে তার প্রভুর কাছে পছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলো।[সুরা মারইয়াম ৫৫]

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

:: তারপর তাদের পরে পরবর্তীরা স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তারা (পরবর্তীরা) সালাতকে নষ্ট করেছে এবং কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে। তারপর শীঘ্রই তারা বিপথগামিতার (অমঙ্গলের) সম্মুখীন হবে।[সুরা মারইয়াম ৫৯]

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

:: নিশ্চয় আমি, আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ (সার্বভৌমত্ব ও উপাসনার অধিকারী) নেই, সুতরাং আমারই দাসত্ব করো এবং আমার স্মরণের (অনুশীলনের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো"। [সুরা ত্বা-হা১৫]

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

:: এবং তোমার পরিবার পরিজনকে সালাতের জন্য আদেশ দাও এবং নিজেও সেটির উপর দৃঢ় থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো জীবিকা চাই না, আমিই তো তোমাকে জীবিকা দেই। এবং সত্যাগ্রহ ও স্রষ্টা-সচেতনতার জন্যই শুভ পরিণতি।[সুরা ত্বা-হা১৩২]

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

:: এবং আমি তাদেরকে (ইবরাহীম, লূত, ইসহাক, ইয়াকুব প্রমুখকে) ইমাম (নেতা, অগ্রণী) বানিয়েছিলাম। তারা আমার আদেশের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করতো এবং আমি তাদেরকে ওয়াহী করেছিলাম কল্যাণকর্ম সম্পাদনের জন্য এবং সালাত প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যাকাত প্রদানের জন্য। এবং তারা ছিলো আমারই দাসত্বকারী।[সুরা আল-আম্বিয়া-৭৩]

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

:: যারা (বিনম্রগণ) এমন যে, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তখন তাদের ক্বলবসমূহ কেঁপে উঠে এবং তাদের উপর যা (মুসিবত) আপতিত হয় সে বিষয়ে তারা সবরকারী (ধৈর্যশীল-অধ্যবসায়ী) হয় এবং সালাত প্রতিষ্ঠাকারী হয় এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[আল-হাজ্জ -৩৫]

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

:: যাদেরকে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলো তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, কারণ তাদের উপর যুলুম করা হয়েছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।[আল-হাজ্জ -৩৯]

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

২২:৪১ :: যারা (আল্লাহকে প্রভু হিসেবে গ্রহণকারীরা) এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে আবাসন কর্তৃত্ব (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) প্রদান করি তাহলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত

প্রদান করবে এবং ন্যায় কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে। এবং সব ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহরই আয়ত্তে আছে।[সুরা আল-হাজ্জ ৪১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩

:: হে যারা বিশ্বাস করেছো, তোমরা রুকূ' করো এবং সাজদাহ করো এবং তোমাদের প্রভুর দাসত্ব করো এবং কল্যাণকর্ম সম্পাদন করো, যেন তোমরা সফল হও।[সুরা আল-হাজ্জ ৭৭]

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

২২:৭৮ :: এবং তোমরা আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করো যেরূপ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে বাছাই করেছেন, এবং তিনি জীবনব্যবস্থার মধ্যে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা চাপাননি। (অনুসরণ করো) তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত (জীবনাচরণের স্বরূপ ও প্রকৃতি)। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিমূন (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী), আগেও এবং এর (কুরআনের) মধ্যেও। যেন রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয় এবং তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। উৎকৃষ্ট-অনুগ্রহশীল অভিভাবক এবং উৎকৃষ্ট-অনুগ্রহশীল সাহায্যকারী।[সুরা আল-হাজ্জ ৭৮]

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿۲﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿۳﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ﴿۴﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿۵﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿۶﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿۷﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿۸﴾ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿۹﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿۱۰﴾ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱﴾

:: নিশ্চয় সফল হয়েছে মু'মিনগণ। যারা তাদের সালাতের ক্ষেত্রে খাশিয়ূন (বিনীত)।এবং যারা অনর্থক কথা-কাজ থেকে বিমুখ।এবং যারা যাকাতের জন্য সক্রিয়। এবং যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী (সংরক্ষণকারী)। তাদের স্বাধীনা স্ত্রী এবং ‘মা মালাকাত আইমান’ স্ত্রী (যাদেরকে তাদের প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তা প্রদায়ক ডানহাত পূর্ণরূপে অধিকৃত করেছে এরূপ নারীদের অন্তর্ভুক্ত স্ত্রী) প্রসঙ্গে ছাড়া। এক্ষেত্রে তারা নিন্দিত হবে না।সুতরাং যারা সেটার বাইরে কাউকে তালাশ করবে, তারাই সীমালংঘনকারী হবে।এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তদারককারী (শাব্দিক অর্থ: রাখাল) :: এবং যারা তাদের সালাতসমূহের প্রতি হেফাযতকারী (যত্নবান)।তারাই ওয়ারিস হবে।যারা ফিরদাওসের (জান্নাতের) ওয়ারিস হবে। তারা তাতে স্থায়ী হবে।[সুরা আল-মু’মিনূন ১-১৩]

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

:: (ঐ আলো জ্বালানো হয়) সেই প্রতিষ্ঠানসমূহে, যা সমুন্নত করতে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এবং যাতে তাঁর নামকে স্মরণ করা হয় এবং যাতে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা জ্ঞাপন) করে ...[আন-নূর ৩৬]

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

এমন পুরুষগণ, যাদেরকে তিজারাত (সাধারণ ব্যবসায়) এবং বাই' (চুক্তিভিত্তিক কার্যক্রমসম্পন্ন ব্যবসায়) অসেচতন করে না আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা থেকে এবং যাকাত প্রদান থেকে। তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন ক্বলবসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।[আন-নূর ৩৭]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

:: তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আল্লাহরই তাসবীহ (পবিত্রতা জ্ঞাপন) করছে যারা আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে এবং সারিবদ্ধভাবে উড়ন্ত পাখি। প্রত্যেকেই জেনেছে তার সালাত এবং তার তাসবীহ। এবং তারা যা করে আল্লাহ তা সম্যক পরিজ্ঞাত।[আন-নূর ৪১]

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون

২৪:৫৬ :: এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং রসূলের আনুগত্য করো, যেন তোমাদেরকে দয়া করা হয়।[আন-নূর ৫৬]

طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

ত্বোয়া সীন। এগুলো কুরআনের ও স্পষ্ট কিতাবের আয়াত। মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ।যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে এ অবস্থায় যে, তারা আখিরাতের প্রতি নিশ্চয়তাবোধ রাখে।[সুরা আন নামল ১-৩]

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

২৯:৪৫ :: তুমি তিলাওয়াত কর যা তোমার প্রতি কিতাব (স্রষ্টার বিধানগ্রন্থ) থেকে ওয়াহী করা হয়েছে। এবং তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয় সালাত অশ্লীলতা থেকে ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে/ বিরত রাখে। এবং আল্লাহর স্মরণই সবচেয়ে বড় (স্মরণীয় বিষয়)। এবং তোমরা যা তৈরি করো আল্লাহ তা জানেন।[সুরা আল-'আনকাবূত ৪৫]

فَأَق)]مْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

সুতরাং তোমার মুখমণ্ডলকো/ সত্তাকে দ্বীনের (জীবনব্যবস্থার) জন্য একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করো। এটাই আল্লাহর ফিতরাত (নির্ধারিত প্রকৃতি) যার উপযোগী করে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহর সৃষ্টির কোনো বদল নেই। এটাই সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জ্ঞানার্জন করে না।

(২) অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যের জন্য যা সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যের জন্য তাই লাগবে এবং যে উদ্দেশ্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যেই তা প্রয়োগ করা যথাযথ।[সুরা আর রুম ৩০]

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তাঁর (আল্লাহর) দিকে অভিমুখী হও এবং তাঁর প্রতি সচেতন হও এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং মুশরিকদের (আল্লাহর সাথে অংশীবাদীদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[সুরা রুম ৩১]

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

এগুলো বিজ্ঞতাপূর্ণ কিতাবের আয়াত।মুহসিনদের (উত্তম আচরণকারীদের) জন্য পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ।যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে এ অবস্থায় যে, তারা আখিরাতের প্রতি নিশ্চয়তাবোধ রাখে।[সুরা লুক্বমান ২-৪]

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

৩১:১৭ :: (লুকমান তার পুত্রকে আরো বলেছিলো,) "হে আমার পুত্র, সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং ন্যায় কাজের আদেশ দাও এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করো এবং তোমার উপর যা (মুসিবত) আপতিত হয় তার মোকাবেলায় সবর (ধৈর্যের সাথে তা থেকে উত্তরণের চেষ্টা) করো। নিশ্চয় তা দৃঢ় সিদ্ধান্তের কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত"।[সুরা লুক্বমান ১৭]

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

তিনি (আল্লাহ) ও তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি সালাত করেন (অনুগ্রহ করেন বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন), তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার জন্য, এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়াশীল। [সুরা আল-আহযাব ৪৩]

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত করেন (অনুগ্রহ করেন বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন)। হে যারা বিশ্বাস করেছো, তোমরা তার প্রতি সালাত করো (সমর্থন-সহযোগিতা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করো)। এবং তোমরা তাসলীম (নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মসমর্পণ) করো।[আল-আহযাব ৫৬]

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

৩৫:১৮ :: এবং কোনো বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। এবং যদি কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি তার বোঝা বহনের দিকে ডাকে, তবুও তার পক্ষ থেকে কিছুমাত্রও বহন করা হবে না, যদিও কোনো নিকটাত্মীয় হয়। নিশ্চয় তুমি তাদেরকেই সতর্ক করতে পারো যারা তাদের প্রভুকে অদেখা সত্ত্বেও (তাঁর আদেশ লংঘনের শাস্তির) ভয় করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। এবং যে পরিশুদ্ধ হয় নিশ্চয় সে নিজ কল্যাণেই পরিশুদ্ধ হয়। এবং আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তন।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

৩৫:২৯ :: নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারাই এমন ব্যবসায়ের আশা করতে পারে যাতে কোনো লোকসান হবে না।[সুরা ফাতির ২৯]

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

৪২:৩৮ :: এবং যারা তাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের মধ্যে শূরার (পরামর্শের) মাধ্যমে তাদের সমষ্টিগত কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। [সুরা আশ-শূরা ৩৮]

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

৫৮:১৩ :: তোমরা কি উদ্বিগ্নতা অনুভব করো এ ব্যাপারে যে, তোমরা (রসূলের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে) তোমাদের একান্তে কথা বলার আগে সদাক্বাত দিবে? তারপর যখন তোমরা (সামর্থ্যের অভাবে) তা পালন করোনি এবং আল্লাহ (পূর্বে জানানো ঘোষণা অনুযায়ী) তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন, সুতরাং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। এবং তোমরা যা করো আল্লাহ তা সম্যক অবগত। [সুরা আল-মুজাদালাহ্ ১৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

৬২:৯ :: হে যারা বিশ্বাস করেছো, যখন ইয়াওমুল জুমুআতে (জমায়েতের দিনে) সালাতের জন্য (তোমাদেরকে) ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা কার্যক্রম (তথা পেশাগত কর্ম) ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।[আল-জুমু'আ ৯]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৬২:১০ :: তারপর যখন তোমরা সালাত কাযা (যথানিয়মে সম্পাদন) করো, তারপর তোমরা পৃথিবীতে (তথা কর্মক্ষেত্রে) ছড়িয়ে পড়ো এবং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ (তথা জীবিকা, শিক্ষা

প্রভৃতি) তালাশ করো এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ করো, যেন তোমরা সফল হও।[সুরা আল-জুমু‘আ ১০]

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

৬২:১১ :: এবং যখন তারা ব্যবসা এবং ক্রীড়া-কৌতুক দেখলো, তখন তারা সেটার দিকে ছুটে গেলো এ অবস্থায় যে, তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে গেলো। বলো, “যা আল্লাহর কাছে আছে সেটাই ক্রীড়া-কৌতুক এবং ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম। এবং আল্লাহই উত্তম জীবিকাদাতা”।[সুরা আল-জুমু‘আ ১১]

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًاوَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.إِلَّا الْمُصَلِّينَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ.وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ.وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ

৭০:১৯:: নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিরমনা করে।৭০:২০ :: যখন তাকে কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করে তখন সে হয় হাহুতাশকারী।৭০:২১ :: এবং যখন তাকে কোনো মঙ্গল স্পর্শ করে তখন সে হয় সেটির সরবরাহ রোধকারী (মজুদদার)।৭০:২২ :: মুসল্লীগণ (সালাতকারীগণ) ছাড়া।৭০:২৩ :: যারা হয় তাদের সালাতের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত।৭০:২৪ :: এবং যাদের সম্পদে পরিজ্ঞাত হক (স্ব-স্বীকৃত অধিকার) রয়েছে।৭০:২৫ :: সাহায্যপ্রার্থী, প্রশ্নকর্তা (উত্তর অনুসন্ধানী/গবেষক) এবং (ন্যুনতম চাহিদার যোগান থেকে) বঞ্চিতদের জন্য।৭০:২৬ :: এবং যারা বিচার দিবসকে সত্য সাব্যস্ত করে। ৭০:২৭ :: এবং যারা তাদের প্রভুর শাস্তি প্রসঙ্গে উদ্বিগ্ন থাকে।৭০:২৮ :: নিশ্চয় তাদের প্রভুর শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা যায় না।৭০:২৯ :: এবং যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী (সংরক্ষণকারী)।৭০:৩০ :: তাদের স্বাধীনা স্ত্রী এবং ‘মা মালাকাত আইমান’ স্ত্রী (যাদেরকে তাদের প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তা প্রদায়ক ডানহাত পূর্ণরূপে অধিকৃত করেছে এরূপ নারীদের অন্তর্ভুক্ত স্ত্রী) প্রসঙ্গে ছাড়া। এক্ষেত্রে তারা নিন্দিত হবে না।৭০:৩১ :: সুতরাং যারা সেটির বাইরে কাউকে তালাশ করবে, তারাই সীমালংঘনকারী হবে।৭০:৩২ :: এবং যারা তাদের আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তদারককারী (শাব্দিক অর্থ: রাখাল)।৭০:৩৩ :: এবং যারা তাদের সাক্ষ্যের প্রতি (দায়িত্বশীলতার উপর) প্রতিষ্ঠিত।৭০:৩৪ :: এবং যারা তাদের সালাতের প্রতি হেফাযতকারী (যত্নবান)।৭০:৩৫ :: তারা থাকবে জান্নাতে সম্মানিত।[সুরা আল-মা‘আরিজ ১৯-৩৫]

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৭৩:২০ :: নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি দাঁড়িয়ে থাকো রাতের প্রায় তিনভাগের দুইভাগ এবং (কখনো) রাতের অর্ধেক এবং (কখনো) রাতের তিনভাগের একভাগ। এবং যারা তোমার সাথে আছে তাদের একটি দলও (অনুরূপ করে)। এবং আল্লাহ রাত ও দিনের পরিমাপ নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা হুবহু হিসাব করতে পারো না। সুতরাং তিনি তোমাদের উপর (ওজরের ক্ষেত্রে) ক্ষমাপরবশ। সুতরাং তোমরা কুরআন থেকে পাঠ করো, যতটুকু সহজসাধ্য হয়। তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অসুস্থ হবে। এবং অন্য অনেকে আল্লাহর অনুগ্রহ (তথা জীবিকা, শিক্ষা প্রভৃতি) তালাশ করতে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে। এবং অন্য অনেকে আল্লাহর পথে যুদ্ধাভিযানে থাকবে। সুতরাং তোমরা তা (কুরআন) থেকে পাঠ করো, যতটুকু সহজসাধ্য হয়। এবং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে ঋণ দাও, উত্তম ঋণ। এবং তোমরা নিজেদের কল্যাণে কল্যাণকর্ম থেকে যা আগে পাঠাবে তোমরা আল্লাহর কাছে তা (তার শুভ প্রতিফল) পাবে। সেটাই উত্তম এবং প্রতিফল হিসেবে মহিমান্বিত। এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।[আল-মুযযাম্মিল ২০]

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ.قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

৭৪:৪২ :: কিসে তোমাদেরকে সাক্বারে (অসহ্য উষ্ণ জাহান্নামে) ঢুকিয়ে দিয়েছে?
৭৪:৪৩ :: তারা বলবে, “আমরা মুসল্লীদের (সালাতকারীদের) অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।[সুরা আল-মুদ্দাস্‌সির ৪২]

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاق. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى.وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

৭৫:২৯ :: এবং এক পায়ের গোছার সাথে আরেক পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে।
৭৫:৩০ :: তোমার প্রভুর দিকেই সেদিন চালিয়ে নেয়া হবে।
৭৫:৩১ :: অথচ সে সত্যতা প্রতিপাদন করেনি এবং সালাত করেনি।
৭৫:৩২ :: কিন্তু সে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেছে।[সুরা আল-ক্বিয়ামাহ্ ২৯-৩২]

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

৮৭:১৪ :: নিশ্চয় সে-ই সফল হয়েছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।
৮৭:১৫ :: এবং সে তার প্রভুর নাম স্মরণ রেখেছে। তারপর, সে সালাত করেছে।[সুরা আল-আ'লা ১৪-১৫]

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

৯৮:৫ :: এবং তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়নি এছাড়া যে, যে সে তারা আল্লাহর দাসত্ব করে তাঁরই জন্য জীবনব্যবস্থাকে খাঁটি করে, সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং যেন তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে। এবং সেটিই (সঠিক ভিত্তির উপর) সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা।[আল-বায়্যিনাহ্ ৫]

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۝وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۝

১০৭:১-৭:: তুমি কি তার ব্যাপারে ভেবে দেখেছো যে (সঠিক) জীবনব্যবস্থার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?এরূপ লোকই ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়।

এবং অভাবগ্রস্তদের অন্নসংস্থানে

সুতরাং ঐ মুসল্লিদের (সালাতকারীদের) জন্য ধ্বংস।

যারা তাদের সালাতের (যথোপযুক্ত অনুশীলনের) ব্যাপারে উদাসীন। যারা প্রদর্শনীর জন্য কর্ম সম্পাদন করে।

এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা উপকরণ সহজলভ্যকরণকে রোধ করে। [সুরা আল-মা‘উন ১-৭]

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

১০৮:১ :: নিশ্চয় আমি তোমাকে কাওসার (প্রচুর কল্যাণের উপকরণ) দিয়েছি।

১০৮:২ :: সুতরাং তোমার প্রভুর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সালাত করো এবং নহর করো (জ্ঞানের গভীরতা অর্জন ও প্রয়োগ, সমষ্টিগত কল্যাণার্থে ব্যক্তিগত উৎসর্গ এবং আদর্শিক আপোষহীনতা অবলম্বন করো) [সুরা আল-কাউসার ১-২]

হাদিসের আলোকে সালাত

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِر» . رَوَاهُ مُسلم

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু'আহ্ হতে অপর জুমু'আহ্ পর্যন্ত এবং এক রমাযান হতে আরেক রমাযান পর্যন্ত সব গুনাহ্ের কাফফারাহ্ হয়, যদি কাবীরাহ্ (কবিরা) গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।
সহীহ : মুসলিম ২৩৩, আহমাদ ৯১৯৭, সহীহাহ্ ৩৩২২, সহীহ আল জামি‘ ৩৮৭৫, সহীহ আত তারগীব ৬৮৪।

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا

উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীগণের উদ্দেশে) বললেন, আচ্ছা বলো তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার কাছে যদি একটি নদী থাকে, যাতে সে নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ দৃষ্টান্ত হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়কারীর গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। সহীহ : বুখারী ৫২৮, মুসলিম ৬৬৭, নাসায়ী ৪৬২, তিরমিযী ২৮৬৮, আহমাদ ৮৯২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭২৬, ইরওয়া ১৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫২।

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْل إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات)فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذَا؟ قَالَ: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي«

ইবনু মাস্‌’ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমু দিয়েছিল। তারপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বিষয়টি বললো। এ সময়ে আল্লাহ ওয়াহী নাযিল করেনঃ

وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ

’’সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ক্বায়িম কর দিনের দু’ অংশে, রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই নেক কাজ পাপ কাজকে দূর করে দেয়’’- (সূরাহ্ হূদ ১১: ১১৪)।

লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কি আমার জন্য? তিনি বললেন, এটি আমার সকল উম্মতের জন্য। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে তিনি বলেছিলেন, "আমার উম্মাহর মধ্যে যারা এটি মেনে চলে তাদের জন্যও।"

সহীহ : বুখারী ৫২৬, মুসলিম ২৭৬৩, তিরমিযী ৩১১৪, ইবনু মাজাহ্ ৪২৫৪, আহমাদ ৩৬৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭২৯।

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأقمه عَليّ قَالَ وَلم يسْأَله عَنهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاة قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأقم فِي كتاب الله قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَو قَالَ حدك

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি ’হাদ্দ’যোগ্য-এর কাজ (অপরাধ) করে ফেলেছি। আমার ওপর তা প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করলেন। লোকটিও রসূলের সাথে সালাত আদায় করলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাত শেষ করলে লোকটি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি হাদ্দ-এর কাজ করেছি। আমার ওপর আল্লাহর কিতাবের নির্দিষ্ট হাদ্দ জারী করুন। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করনি। লোকটি বলল, হ্যাঁ, করেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (এ সালাতের মাধ্যমে) আল্লাহ তোমার গুনাহ বা হাদ্দ মাফ করে দিয়েছেন।
সহীহ : বুখারী ৬৮২৩, মুসলিম ২৭৬৪।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَي الْأَعْمَال أحب إِلَى الله قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَو استزدته لزادني

'আবদুল্লাহ (রাঃ)] ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ ('আমল) আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সঠিক সময়ে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করা। আমি বললাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। রাবী [ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ)] বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এসব উত্তর দিলেন। আমি যদি আরও জিজ্ঞেস করতাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে আরও কথা বলতেন।

সহীহ : বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৮৫, নাসায়ী ৬১০, আহমাদ ৩৮৯০, ইরওয়া ১১৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩৯৭।

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ ترك الصَّلَاة» . رَوَاهُ مُسلم

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (মু'মিন) বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) পরিত্যাগ করা। (মুসলিম)

সহীহ : মুসলিম ৮২, আবূ দাঊদ ৪৬৭৮, নাসায়ী ৪৬৪, তিরমিযী ২৬২০, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৮।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لوقتهن وَأتم ركوعهن خشوعهن كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَى مَالك وَالنَّسَائِيّ نَحوه

'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ), যা আল্লাহ তা'আলা (বান্দার জন্য) ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এ সালাতের জন্য ভালোভাবে উযূ (ওযু/ওজু/অজু) করবে, সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং এর রুকূ' ও খুশুকে পরিপূর্ণরূপে করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া'দা রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তা না করবে, তার জন্য আল্লাহর ওয়া'দা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। (আহমাদ ও আবূ দাঊদ)

মালিক এবং নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহীহ : আহমাদ ২২৭০৪, আবূ দাঊদ ৪২৫, মালিক ১৪, নাসায়ী ৪৬১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৭০।

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تدْخلُوا جنَّة ربكُم» . رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِي

وعن ابي امامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة اموالكم واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنة ربكم» . رواه احمد والترمذي

আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের ওপর ফরয করা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় কর, তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা মাসটির সিয়াম (রোযা) পালন কর, আদায় কর তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (আহমাদ ও তিরমিযী)

সহীহ : আহমাদ ২১৬৫৭, তিরমিযী ৬১৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৮৬৭।

اَلْفَصْلُ الثَّانِي

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِين وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ فِي شرح السّنة عَنهُ

’আমর ইবনু শু’আয়ব (রহঃ) তার পিতার মাধ্যমে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমার সন্তানদের বয়স সাত বছরে পৌঁছবে তখন তাদেরকে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়ের জন্য নির্দেশ দিবে। আর (সালাত আদায় করার জন্য) তাদের শাস্তি দিবে যখন তারা দশ বছরে পৌঁছবে এবং তাদের ঘুমানোর স্থান পৃথক করে দিবে।

শারহুস্ সুন্নাহ-তে এভাবে রয়েছে।

হাসান : আবূ দাঊদ ৪৯৫, সহীহুল জামি‘ ৫৮৬৮, আহমাদ ২/১৮০ ও ১৮৭।

اَلْفَصْلُ الثَّانِي

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

বুরায়দাহ্ (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিক্বদের) মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা হলো সালাত। অতএব যে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) পরিত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্যে) কুফরী করলো (অর্থাৎ- কাফির হয়ে যাবে)। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্)

সহীহ : তিরমিযী ২৬২১, নাসায়ী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৯ সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৪, আহমাদ ২২৯৩৭।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ. فَقَالَ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَو سترت نَفْسِكَ. قَالَ وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ وتلا عَلَيْهِ هَذِه الْآيَةَ (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات ذَلِك ذكرى لِلذَّاكِرِينَ)فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّة قَالَ: «بل للنَّاس كَافَّة» . رَوَاهُ مُسلم

'আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি মদীনার উপকণ্ঠে এক মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর সব রসাস্বাদন করেছি। আমি আপনার দরবারে উপস্থিত, তাই আমার প্রতি এ অপরাধের কারণে যা শাস্তি বিধান করার তা আপনি করুন। 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার অপরাধ ঢেকে রেখেছিলেন। তুমি নিজেও তা ঢেকে রাখতে (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে, তবে তা উত্তম হতো)। বর্ণনাকারী ['আবদুল্লাহ (রাঃ)] বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাই লোকটি উঠে চলে যেতে লাগলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিছনে লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং তার সামনে এ আয়াত পাঠ করলেন- (অর্থ) ''সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) কায়িম কর দিনের দু' অংশে, রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই নেক কাজ বদ কাজকে দূর করে দেয়, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা একটা উপদেশ''- (সূরাহ্ হূদ ১১: ১১৪)। এ সময় উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর নবী! এ হুকুম কি বিশেষভাবে তার জন্য। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, না, বরং সকল মানুষের জন্যই।

সহীহ : মুসলিম ২৭৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৬৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭০৮৫, তিরমিযী ৩১১২।

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ العَبْد الْمُسلم ليصل الصَّلَاة يُرِيد بهَا وَجه الله فتهافت عَنهُ ذنُوبه كَمَا يتهافت هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি গাছের দু’টি ডাল ধরে নাড়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে গাছের পাতা ঝরতে লাগলো। আবূ যার (রাঃ) বলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে।

হাসান : আহমাদ ২১০৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ৩৮৪। যদিও তার সানাদে মুযাহিম ইবনু মু‘আবিয়াহ্ আয্ যব্বী নামে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে, এরপরও মুনযিরী এর সানাদকে হাসান বলেছেন।

وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ

৫৭৭-[১৪] যায়দ বিন খালিদ আল জুহানী (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দু’ রাক্‘আত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করেছে, আর এতে ভুল করেনি, আল্লাহ তার অতীত জীবনের সব গুনাহ (সগীরাহ্) ক্ষমা করে দিবেন।

হাসান সহীহ : আহমাদ ২১১৮৩, আবূ দাঊদ ৯০৫, সহীহ আত্ তারগীব ২২৮।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمن لم يحافظ عَلَيْهَا لم يكن لَهُ نور وَلَا برهَان وَلَا نجاة وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

’আবদুল্লাহ ইবনু ’আমর ইবনুল ’আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেনঃ যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযাত করবে, তা কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযাত করবে না, তার জন্য এটা জ্যোতি, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে না। কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন সে ক্বারূন, ফির্’আওন, হামান ও উবাই বিন খালাফ-এর সাথে থাকবে। (আহমাদ, দারিমী ও বায়হাক্বী- শু’আবুল ঈমান)
য‘ঈফ : আহমাদ ৬৫৪০, দারিমী ২৭২১, য‘ঈফ আত্ তারগীব ৩১২, বায়হাক্বী- শু‘আবুল ঈমান ২৫৬৫।

وَعَن عبد الله بن شَقِيق قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَركه كفر غير الصَّلَاة. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

’আবদুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ছাড়া অন্য কোন ’আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না।
সহীহ : তিরমিযী ২৬২২, সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৫।

وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَة مُتَعَمدا فَمن تَركهَا مُتَعَمدا فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كل شَرّ. رَوَاهُ ابْن مَاجَه

আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেনঃ (১) তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ডবিখন্ড করা হয় বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়; (২) ইচ্ছা করে কোন ফরয সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ত্যাগ করবে না, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ত্যাগ করবে তার ওপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে; (৩) মদ পান করবে না, কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি।

হাসান লিগয়রিহী : ইবনু মাজাহ্ ৪০৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ৫৬৭। যদিও এর সানাদে শাহ্র ইবনু হাওশাব দুর্বল রাবী রয়েছে কিন্তু তার শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

এ অধ্যায়ে সালাতের সময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সময় বলতে যে সময়কে আল্লাহ তা’আলা সালাত আদায়ের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই সময়কেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন, ”নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মু’মিনদের ওপর ফরয।” (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪: ১০৩)
সালাতের সময় সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর জিবরীল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সরাসরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সালাতের সময় সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

عَن عبد اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاة فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان» . رَوَاهُ مُسلم

৫৮১-[১] ’আবদুল্লাহ বিন ’আমর (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সূর্য ঢলে পড়ার সাথে যুহরের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মানুষের ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, তখন ’আসরের সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়। ’আসরের সালাতের ওয়াক্ত যুহরের সালাতের পর থেকে যে পর্যন্ত সূর্য হলদে রং ধারণ না করে এবং সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের লালিমা মিশে যাবার আগ পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত থাকে। আর ’ইশার সালাতের ওয়াক্ত মাগরিবের সালাতের পর থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত। ফজরের (ফজরের) সালাতের ওয়াক্ত ফাজর (ফজর) অর্থাৎ- সুবহে সাদিকের উদিত হবার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। অতঃপর সূর্যোদয় হতে শুরু করলে সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) হতে বিরত থাকবে। কেননা সূর্যোদয় হয় শায়ত্বনের (শয়তানের) দু’ শিং-এর মধ্য দিয়ে।

সহীহ : মুসলিম ৬১২, আহমাদ ৬৯৬৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৪৭৩।

وَعَن بُرَيْدَة قَالَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ» يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتكُمْ بَين مَا رَأَيْتُمْ» . رَوَاهُ مُسلم

অতঃপর ফজরের (ফজরের) সালাত আদায় করলেন বেশ পরিষ্কার হওয়ার পর। সবশেষে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এই যে আমি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের জন্য সালাত আদায় করার ওয়াক্ত হলো, তোমরা যা (দু' সীমা) দেখলে তার মধ্যস্থলে।

সহীহ : মুসলিম ৬১৩, ইবনু মাজাহ্ ৬৬৭, তিরমিযী ১৫২, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্ ৩২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৪৯২, আহমাদ ২২৯৫৫।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِين كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله وَصلى بِي الْمغرب حِين أفطر الصَّائِم وَصلى بِي الْعشَاء حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জিবরীল আমীন খানায়ে ক্বা'বার কাছে দু'বার আমার সালাতে ইমামাত করেছেন। (প্রথমবার) তিনি আমাকে যুহরের সালাত আদায় করালেন, সূর্য তখন ঢলে পড়েছিল। আর ছায়া ছিল জুতার দোয়ালির (প্রস্থের) পরিমাণ। 'আসরের সালাত আদায় করালেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার এক গুণ হলো। মাগরিবের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করালেন যখন সিয়াম পালনকারী (রোযাদার) ইফত্বার করে। 'ইশার সালাত আদায় করালেন যখন 'শাফাক্ব অস্তমিত হলো। ফজরের (ফজরের) সালাত আদায় করালেন যখন সিয়াম পালনকারীর জন্য পানাহার হারাম হয়।

দ্বিতীয় দিন যখন এলো তিনি আমাকে যুহরের সালাত আদায় করালেন, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার এক গুণ। 'আসরের সালাত আদায় করালেন, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ। মাগরিবের সালাত আদায় করালেন, সায়িমগণ (রোযাদাররা) যখন ইফত্বার করে। 'ইশার সালাত আদায় করালেন, তখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি ফাজর (ফজর) আদায় করালেন তখন বেশ ফর্সা। এরপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই আপনার পূর্বেকার নবীগণের সালাতের ওয়াক্ত। এ দুই সময়ের মধ্যে সালাতের ওয়াক্ত। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

ব্যক্তি জীবনে নামাজের গুরুত্ব

আল্লাহর সাথে কথোপকথনের সুযোগ

একজন মুমিন এর সৌভাগ্য হয় নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কথপোকথনের।
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, সে তার রবের সাথে কথা বলে।" ।বুখারী,আস-সহীহ ৪০৫,৪১৭

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

যতক্ষণ-না বান্দা (সালাতে) অন্যমুখী হয়, আল্লাহ নিশ্চয় তাঁর চেহারাকে বান্দার চেহারা অভিমুখে রাখেন।(ইবনে রজব হাম্বলী, জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম: ১/১৩০)
নামাজে আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন শুরু হয় যেভাবে-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর তাআলার জন্য, যিনি জগৎসমূহের ওপর পূর্ণ সা কর্তৃত্বশীল।"
আল্লাহ বলবেন : حَمِدَنِى عَبْدِى "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"

বান্দা বলেন : الرَّحْمَنِ الرَّحِيم "যিনি দয়াবান, পরম দয়ালু।"

আল্লাহ বলবেন : تَجَّدَنِى عَبْدِي "আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করেছে।”

বান্দা বলেন : مَالِكِ يَوْمِ الدِّين "যিনি বিচার-দিবসের মালিক।"

আল্লাহ বলবেন : أَثْنَى عَلَى عَبْدِي "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"
তখন আপনি বললেন:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ

"আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য- প্রার্থনা করি। আমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখান। সে-সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে আপনার নিয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

আল্লাহ বলবেন

هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

"এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা আরও যা যা চায় (তা তাকে দেওয়া হবে)।"[১৪] এভাবেই বান্দা পাচ ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত পায়(আহমাদ,আল মুসনাদ:৭৮৩৬

সালাত খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে

গোনাহমুক্ত, বিশুদ্ধ জীবন চাইলে, সালাত আঁকড়ে ধরতে হবে। কেননা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

...وأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ....

"এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।[১০]

গোনাহ থেকে বিরত থাকার রাস্তা হলো সালাত।

সালাত পাপ মোচনকারী

মানুষ স্বভাবতই শয়তানের প্ররোচনায় ও নফসের ধোকায় পাপ করে ফেলে।আল্লাহ তায়ালা এই সালাতের মাধ্যমে এক সাল থেকে ওপর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠিত সগিরা গুনাহ গুলো ক্ষমা করে দেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে সালাতের উদাহরণ দিয়েছেন -মনে করুন,আপনার বাড়ির সামনেই একটি নদী আছে। আর আপনি দৈনিক পাঁচবারতবুও নদীতে গোসল করেন। তা হলে আপনার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে? ঠিকএভান এ প্রশ্নটা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-কবীর দের করলেন। সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, না, সামান্য পরিমাণ ময়লাও, ভেবে থাকবে না। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অথচ এমনই। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ গোনাহসমূহ মুছে দেন।বুখারী আস-সহিহ ৫২৮

আরেকটি হাদীসে আছে -রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি ডাল ধরলেন, যেটাতে প্রচুর পাতা আছে। তারপর ডালটি দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত-না সবগুলো পাতা ঝরে যায়। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমরা দেখেছ কীভাবে সব পাতা ঝরে গেল? ঠিক যেভাবে এই ডাল থেকে সব পাতা ঝরে গেল, তেমনিভাবেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তোমাদের পাপগুলো ঝরিয়ে দেয়”।

আহমাদ, আল- মুসনাদ ২৩৭০৭

আরেকটি হাদীসে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন নাত সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হয়, গোনাহগুলো থাকে তার পিঠের ওপর। আর যখন সে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়, গোনাহগুলো ঝরে পড়তে থাকে।সালাতের ওঠানামার সাথে সাথে ঝরে যেতে থাকে গোনাহগুলো। এভাবে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত গোনাহগুলো ঝরে পড়তে থাকে এবং সালাত শেষ হবার পর আর কোনো গুনাহ-ই অবশিষ্ট থাকে না।

নিয়ন্ত্রিত জীবনের জন্য সালাত

নামাজ মানুষকে একটি নিয়ন্ত্রিত জীবনের শিক্ষা প্রদান করে। নামাজ দৃষ্টি ও মন নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেয়।নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন মুমিন বান্দা সময়ানুবর্তিতার শিক্ষালাভ করে থাকে।নামাজ আদায় করতে গেলে সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়।এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে,

‘নিঃসন্দেহে নামাজ বিশ্বাসীদের ওপর সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।’ (সুরা নিসা : ১০৩)

মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জনের জন্য সালাত

নামাজের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জন করে এবং মানবীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ

“নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অস্থিরচিত্ত ও ধৈর্যহারা। বিপদে পড়লে সে অধৈর্য ও হতাশ হয়ে পড়ে। আর কল্যাণ বা সম্পদ লাভ করলে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম সালাত আদায়কারীগণ (তারা এ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন।) যারা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) সালাত আদায় করেন।”(সুরা আল মা'আরিজ ১৯-২৩)

ব্যক্তি জীবনে সুখি হতে সালাত

সালাতের মাধ্যমে সুখ এবং প্রশান্তি লাভ হয়।প্রশান্তির সুখী জীবন শুধু সালাতের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"সালাতে আমার চোখের শীতলতা রাখা আছে।"[নাসাঈ, আস-সুনান: ৩৯৩৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ: ১৪০৬৯)

তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন,

أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ

"সালাতের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি ও স্বস্তি দাও হে বিলাল।"আবু দাউদ, আস-সুনান: ৪৯৮৫

সালাত হলো শান্তি, স্বস্তি। নামাজ মুমিনকে শক্তি দেয় সব কস্ট ভুলে সামনে এগিইয়ে যাবার।

মানুষের সামাজিক জীবনে নামাজের প্রভাব

মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নামাজ সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। নামাজের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সুন্দর হয়। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজের জন্য নামাজ একটি আদর্শ উপায়। নামাজ মানুষের বোধশক্তিকে জাগ্রত করে পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে ভালো মানুষ হতে সাহায্য করে

আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়তে সবাইকে নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করা কর্তব্য।

১. মুসলিম সমাজে মুসল্লি প্রত্যহ পাঁচবার সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যে মসজিদে সমবেত হওয়াই তাদের মাঝে সামাজিক সম্প্রীতি, একতার বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

২. মুসলমানরা মসজিদে একত্রিত হয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করার মাধ্যমে তাদের মাঝে এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। সালাতের মধ্য দিয়েই ধনী- গরিব, রাজা-প্রজা একে অপরের বংশ কৌলিন্যের মর্যাদা ভুলে গিয়ে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

৩. সালাতের মাধ্যমে আনুগত্যের প্রশিক্ষণ। সালাতের জন্য একজন ইমাম নির্দিষ্ট থাকেন, যার অনুকরণের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে আনুগত্যের বন্ধন সৃষ্টি হয়। ইমামের সঠিক নেতৃত্বে মুসল্লিগণ পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রশিক্ষণ লাভ করে।

৪. মুসলমানগণ সালাত আদায়ের লক্ষ্যে প্রত্যেহ পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে মসজিদে একত্রিত হয় এবং কাতারবন্দি হয়ে কঠোর নিয়মানুববর্তিতা ও শৃঙ্খলার সাথে সালাত আদায় করে। এতে মানুষ নিয়ম শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ পায়।

৫. মানব সমাজে যখন নৈতিক ও আত্মিক অধঃপতন ঘটে, তখনই দেখা দেয় সামাজিক দ্বন্দ-কলহ, সংঘাত ও অনৈতিকতার সয়লাব। সালাত মানুষের মাঝে নৈতিক সত্তা জাগ্রত করে তাকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে সহায়তা করে।

৬. একতাবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়।

৭. জামাআতবদ্ধভাবে সালাত আদায় মুসলমানদের ঐক্যের সূত্রে গেঁথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে দিনাতিপাত করা নিয়মাবলি শিক্ষা দেয়।

৮. সালাতের জন্য মুসল্লিকে পরিধেয় বস্ত্র, সালাতের স্থান ও শরীর পরিষ্কার এবং পাবিত্র রাখতে হয়। একজন লোক পূর্ণ সালাত আদায়কারী হলে তার সকল বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা এসে যায়। এতে ব্যক্তি মনের সুস্থ বিকাশ ঘটে ও অসুস্থতা দূরীভূত হয়।

৯. যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সালাত আদায় করে সে অন্যায়, অশ্লীল, যুলুম ইত্যাদি কাজ হতে দূরে থাকে। কেননা সালাতের মাঝে মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখার গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব-এর যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর পেছনে সবছেয়ে প্রভাবক শক্তি ছিল সালাত। সালাত হলো সাম্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ফকির বাদশাহ, রাজা প্রজা, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাত আদায় করে। সুতরাং সাম্যের বুনিয়াদ পত্তনে সালাতই সবছেয়ে সুন্দর ব্যবস্থা।

১১. সালাতের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে মানুষ সবসময় পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিতে পারে না। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জুমার সালাত এবং দুই ঈদের সালাতে যখন মুসল্লিগণ সমবেত হয় তখন একে-অন্যের খোঁজখবর নিতে পারে এবং তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়।

১২. সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন কর্তব্যপরায়ণতার অনন্য শিক্ষা লাভ করতে পারে। এর ফলে সে পার্থিব জগতে যাবতীয় কার্যাবলি নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করতে সচেষ্ট হয়।

১৩. সালাত নিত্যদিনের বাধ্যতামূলক এক সমাবেশ। এ সমাবেশে ইমাম সাহেব প্রয়োজনীয় হিদায়তী ভাষণ দিয়ে থাকেন। তাঁর বক্তব্যে সমকালীন সমস্যাগুলো সমাধানের পন্থা বিবৃত থাকে। বিশেষ করে জুমার খুতবায় এর বাস্তব প্রকাশ ঘটে।

১৪. যে ব্যক্তি সালাত আদায়ে অভ্যস্ত তার চরিত্রে সততা, ন্যায়পরায়নতা ও উদারতার বুনিয়াদ গড়ে উঠে। সালাত সর্বদা ব্যক্তিকে আদর্শ নাগরিক হওয়ার পথে পরিচালিত করে। যার ফলে ইসলামী সম্রাজ্যের নাগরিকরা আদর্শ জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্থান পায়।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

ফজর

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে ফজরের নামাজ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কোরআনে ‘ফজর’ নামে একটি সুরাও রয়েছে। এমনকি মহান আল্লাহ শপথ করেছেন ফজরের। (সুরা ফজর: ১) ফজরের নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করল সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো…।’ (মুসলিম: ১৩৭৯)

অন্য হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন, ‘মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।’ (বুখারি: ৬৫৭)

জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য ফজরের নামাজ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিখ্যাত তাবেয়ি আবু বকর বিন উমারাহ তাঁর পিতা রুআয়বাহ থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, ‘এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের অর্থাৎ ফজর ও আছরের নামাজ আদায় করে।’ (মুসলিম: ১৩২২) ফজরের সুন্নত নামাজ সম্পর্কে এক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, ‘ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।’ (মুসলিম: ৭২৫)

আসর

আছর শব্দের অর্থ সময়। পবিত্র কোরআনে আছর নামে একটি সুরা রয়েছে। পবিত্র কোরআনে আছরের নামাজকে সালাত আল-ওসতা বা মধ্যবর্তী নামাজ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ আছর নামাজ ফজর-জোহর এবং মাগরিব-এশার মধ্যবর্তী নামাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সকল নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের (আছর) ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সঙ্গে দাঁড়াও।’ (সুরা বাকারা: ২৩৮)

মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আছরের নামাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো— সাধারণত এ সময় মানুষ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। ফলে নামাজ আদায়ে গাফিলতি হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। আছরের নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিসে এসেছ, ‘ফেরেশতারা পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আছর ও ফজরের নামাজে উভয় দল একত্র হয়। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তারা বলে, আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি এবং আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনো তারা নামাজ আদায়রত অবস্থায় ছিল। (সহিহ বুখারি: ৫৫৫)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আছরের নামাজের এক সেজদা পায়, তাহলে সে যেন নামাজ পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্য উদিত হওয়ার আগে ফজরের নামাজের এক সেজদা পায়, তাহলে সে যেন নামাজ পূর্ণ করে নেয়। (সহিহ বুখারি: ৫৫৬)

এশা

এশার নামাজের বিশেষ আলোচনা উঠে এসেছে হাদিসে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত।' (বুখারি: ৬৫৭) রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত (নফল) নামাজ আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।' (মুসলিম: ১৩৭৭)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি এশা ও ফজর জামাতের সঙ্গে পড়ল, সে যেন সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ল।' (মুসলিম: ৬৫৬)

উল্লেখ্য, কোনো নামাজই গুরুত্বহীন নয়, বরং দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার। তাই কোনো নামাজের ব্যাপারেই অবহেলা করা যাবে না। তবে উল্লেখিত তিন ওয়াক্তের বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে হাদিসে।

সুন্নাত বা নফল নামজের গুরুত্ব ও ফজিলত

আল্লাহর নিকট বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হ'ল সালাতের । ক্বিয়ামতের আল্লাহরদিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের । সালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর সালাতের হিসাব বাতিল হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে। সালাতপ্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত যথা- ফরয ও নফল। ফরয ব্যতীত বাকী সকল সালাতের ই নফল। নফল সালাতের মাধ্যমে বান্দার ফরয সালাতের ঘাটতি পূর্ণ হয়। এটি এমন এক মর্যাদা ও ফযীলতপূর্ণ ইবাদত যার মাধ্যমে বান্দার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে নফল সালাতের বিভিন্ন দিক ও কতিপয় নফল সালাতের পরিচয় তুলে ধরা হ'ল।-

নফল সালাতের পরিচয় : নফল (النفل) আরবী শব্দ। অর্থ-কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ, ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয় এমন, অতিরিক্ত। নফল সালাতঅর্থ শরী'আত নির্ধারিত ফরয সালাতের অতিরিক্ত সালাতের । মূলতঃ ফরয ব্যতীত সকল সালাতের ই নফল বা অতিরিক্ত। তবে যেসব নফল সালাতরাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত পড়তেন বা পড়তে তাকীদ করতেন, সেগুলিকে ফিক্বহী পরিভাষায় 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ' বলা হয়। যেমন ফরয সালাতসংশ্লিষ্ট সুন্নাত সমূহ। এই সুন্নাতগুলি ক্বাযা হ'লে তা আদায় করতে হয়। যেমন যোহরের প্রথম দু'রাক'আত বা চার

রাক‘আত সুন্নাত ক্বাযা হ’লে তা যোহর সালাতআদায়ের পরে পড়তে হয় এবং ফজরের দু’রাক‘আত সুন্নাত ক্বাযা হ’লে তা ফরয সালাতের পরেই পড়তে হয়।[*বুখারী হা/১২৩৩; মিশকাত হা/১০৪৩-৪৪; আবূদাঊদ হা/১২৬৫-৬৭।*

২য় প্রকার সুন্নাত হ’ল ‘গায়ের মুওয়াক্কাদাহ’, যা করলে নেকী আছে, কিন্তু তাকীদ নেই।[6] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘দুই আযানের মধ্যে’ অর্থাৎ আযান ও এক্বামতের মাঝে সালাতরয়েছে (২ বার)। তৃতীয়বারে বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে’।[7] যেমন আছরের পূর্বে দুই বা চার রাক‘আত সুন্নাত, মাগরিব ও এশার পূর্বে দু’রাক‘আত সুন্নাত প্রভৃতি।[8]

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত : নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ’ল।-

১. ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ : আল্লাহ তা‘আলার একান্ত সান্নিধ্য লাভের জন্য ফরয ইবাদত যেমন জরুরি, তেমনি ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করার জন্য নফল ইবাদত জরুরি। আমাদের অনেকের বিভিন্ন সময়ে ফরয সালাতে ঘাটতি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাশরের ময়দানে ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল সালাত দ্বারা। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ،

‘ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। যদি তার সালাতের হিসাব সঠিক হয় তাহ’লে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহ’লে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয সালাতের ে কিছু কমতি হয়, তাহ’লে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? তখন নফল দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে’ (যেমন সালাতের , ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদিতে)।[আবূদাঊদ হা/৮৬৪; তিরমিযী হা/৪১৩; মিশকাত হা/১৩৩০।

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার অশেষ দয়া, নেয়ামত ও অনুগ্রহের অন্যতম হ’ল, তিনি আমাদের জন্য প্রত্যেক ওয়াক্তে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল সালাতের বিধান দিয়েছেন, শুধু নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ব্যতীত। যাতে মুসলমান বান্দা তার ফরয সালাতের ঘাটতি নফল সালাতদ্বারা পূর্ণ করতে পারে’।[শরহু রিয়াযিছ ছালেহীন, ২/১৩২৪।

২. মর্যাদা উন্নতকরণ : নফল সালাতমুছল্লীর মর্যাদা উন্নত করে এবং তার পাপ মোচন করে তাকে আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করে। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ’ল নফল সালাতের । মা‘দান ইবনু ত্বালহা (রহঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুক্তদাস ছাওবান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম,

أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِى اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً '،

আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন, যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি নিজেও এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তোমার উচিত আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করা। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন'।[মুসলিম হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৮৯৭।

৩. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : মানুষ যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তন্মধ্যে নফল সালাতঅন্যতম। এ সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّه '،

'আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিল করে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি'...।[বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬।

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য অর্জন : জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থাকা বড়ই সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয়। এই সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারবে যারা অধিক হারে নফল লাত আদায় করবে। এর মাধ্যমে তার ছওয়াব বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহ দূর হবে। রবী'আহ বিন কা'ব (রাঃ) বলেন,

كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى سَلْ. فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ. قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. قَالَ فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود

'আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাথে থাকতাম এবং ওযূর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, (কল্যাণের কিছু) চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই (আমি চাই)। তিনি বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা করে (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য কর'।[*মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৬।]*

৫. জাহান্নামের আগুন হারাম : যারা ফরয সালাতের সাথে সাথে নফল সালাতআদায় করেন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। ফলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، 'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সালাতআদায় করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন'।[আবূদাঊদ হা/১২৬৯; তিরমিযী হা/৪২৮; মিশকাত হা/১১৬৭।]অন্যত্র তিনি বলেন,مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، 'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সালাত আদায় করবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'।[আহমাদ হা/২৬৮০৭; নাসাঈ হা/১৮১৭।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন সেটা ছাড়াও কতিপয় নফল সালাত রয়েছে, যা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ।

কতিপয় নফল সালাত ও তার ফযীলত :

১. দিনে রাতে ১২ রাক'আত সুন্নাত : মুমিন বান্দা দিনে রাতে ১২ রাক'আত সুন্নাতে মু'য়াক্কাদাহ সালাত আদায় করলে জান্নাতে তার জন্য ঘর নির্মিত হয়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، 'যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাক'আত সালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই'।[তিরমিযী হা/৪১৫, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯।]ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুললাহ (ছাঃ) থেকে যোহরের পূর্বে দু'রাক'আত সহ সর্বমোট দশ রাক'আতের কথা এসেছে।[বুখারী হা/৬১৮, ১১৮১; মুসলিম হা/৭২৯; মিশকাত হা/১১৬০।আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، 'ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু হ'তে উত্তম'।[মুসলিম হা/৭২৫; মিশকাত হা/১১৬৪।]

অনুরূপভাবে বিতর সালাতের ও খুব ফযীলতপূর্ণ সালাতের । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে বা সফরে কোন অবস্থায় বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না।[ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা'আ-দ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯ সংস্করণ, ১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৫৬।

'বিতর' অর্থ বেজোড়। যা মূলতঃ এক রাক'আত। কেননা এক রাক'আত যোগ না করলে কোন সালাতের ই বেজোড় হয় না। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রাতের নফল সালাত দুই দুই (مَثْنَى مَثْنَى)। অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন সে যেন এক রাক'আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল সালাতের কে বিতরে পরিণত করবে'।[বুখারী হা/৪৭৩, ৯৯০; মিশকাত হা/১২৫৪।অন্য হাদীছে তিনি বলেন, اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ 'বিতর রাত্রির শেষে এক রাক'আত মাত্র'।[ইবনু মাজাহ হা/১১৯৬; মিশকাত হা/১২৮৫।আয়েশা (রাঃ) বলেন,وَكَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন'।[ইবনু মাজাহ হা/১১৯৬; মিশকাত হা/১২৮৫।বিতর সালাত ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাক'আত পর্যন্ত (وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ) পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে।[ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৫; বুখারী হা/

২. ছালাতুল ইশরাক্ব : ছালাতুল ইশরাক্বের অপর নাম ছালাতুয যোহা। 'শুরূক্ব' অর্থ সূর্য উদিত হওয়া। 'ইশরাক্ব' অর্থ চমকিত হওয়া। আর 'যোহা' অর্থ সূর্য গরম হওয়া। এই সালাত সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে একে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয় এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে 'ছালাতুয যোহা' বা চাশতের সালাত বলা হয়।[ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৫৪]ইশরাক্ব, যোহা, আওয়াবীন সবই একই ছালাত। চাশতের সালাতের সর্বনিম্ন রাক'আত সংখ্যা দুই এবং সর্বোচ্চ আট পর্যন্ত পাওয়া যায়।[মুসলিম হা/৩৩৬]।

জীবনের গুনাহ মাফের অন্যতম বড় মাধ্যম হজ্জ ও ওমরাহ। তবে মক্কায় গিয়ে হজ্জ ও ওমরাহ করার সামর্থ্য সবার হয় না। কোন বান্দা যদি খালেছ নিয়তে ২ রাক'আত ছালাতুল ইশরাক আদায় করে তাহ'লে সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সমপরিমাণ ছওয়াব পেয়ে যায়। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، 'যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতে পড়ে, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে বসে থাকে, অতঃপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ ও ওমরার নেকী রয়েছে'।[তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১।]

আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের শরীরের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের উপর ছাদাক্বা ওয়াজিব করে। কারোর সাক্ষাতে তাকে সালাম দেয়া একটি ছাদাক্বা। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া একটি ছাদাক্বা, অন্যায় থেকে নিষেধ করা একটি ছাদাক্বা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্ত সরিয়ে ফেলা একটি ছাদাক্বা। নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়াও একটি ছাদাক্বা। তবে চাশতের ২ রাক'আত সালাত এসব কিছুর পরিপূরক হয়ে যাবে'।[মুসলিম হা/৭২০; আবূদাঊদ হা/১২৮৫, সনদ ছহীহ।]

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, فِى الإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ. قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِىَّ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّىْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُك، 'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহর নবী (ছাঃ)? তিনি বললেন, মসজিদে লেগে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি ছাদাক্বা। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্ত্ত সরিয়ে দেয়াও একটি ছাদাক্বা। কিন্তু (তিনশ' ষাট জোড়ার ছাদাক্বাহ দেবার মতো) কোন কিছু না পেলে তোমরা যোহার দু'রাক'আত সালাত আদায় কর। এটিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে'।[আবূদাঊদ হা/৫২৪২; মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১।]

৩. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ : নফল সালাত সমূহের মধ্যে অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সালাত হ'ল রাতের সালাত তথা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ। রামাযানে এশার পর প্রথম রাতে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' এবং রামাযান ও অন্যান্য সময়ে শেষরাতে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়। তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামে রামাযান, ক্বিয়ামুল লায়েল সবকিছুকে এক কথায় 'ছালাতুল লায়েল' বা 'রাত্রির ছালাত' বলা হয়। 'রামাদান বা রামাদানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির এই নফল সালাত বিতরসহ **১১** রাক'আতের বেশী পড়েনি। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا، 'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির সালাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২)[32] চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন'।[বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/১৭২৩।

রাতের সালাত শ্রেষ্ঠ ছালাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ 'ফরয সালাতের পরে সর্বোত্তম সালাত হ'ল রাত্রির (নফল) ছালাত'।[মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯।

মানব জীবন ভুল-ভ্রান্তি ও নানা পাপে জর্জরিত। তাই পাপ থেকে মুক্তি পেতে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথনের মাধ্যম হ'ল তাহাজ্জুদ ছালাত। এ সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনকে পাপ মুক্ত করে আল্লাহর খাঁটি বান্দাতে রূপান্তরিত হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَن يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه... 'আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব।

কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব'।[বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮, ১৭৭৩।]

অন্যত্র তিনি বলেন,مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، 'যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির সালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[বুখারী হা/২০০৯; মুসলিম হা/৮৫৯, মিশকাত হা/১২৯৬।]তিনি আরো বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، 'তোমাদের জন্য ক্বিয়ামুল লায়ল বা রাতের সালাত আদায় করা উচিত। রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের রীতি। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গোনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হ'তে বিরত থাকার মাধ্যম'।[তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭।]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام، 'জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হ'তে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হ'তে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্ত্তত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করে'।[ছহীহ ইবনু হিববান হা/৫০৯; বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/২৮২৫; মিশকাত হা/১২৩২, হাদীছ ছহীহ।]

৪. তাহিইয়াতুল ওযূ : সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হ'ল ওযূ করা। আর প্রত্যেক ওযূর পর দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করা মুস্তাহাব, যাকে তাহিইয়াতুল ওযূ বলা হয়।[নববী, আল-মাজমূ' ৩/৫৪৫;

জান্নাত পাওয়ার অন্যতম সহজ মাধ্যম হ'ল তাহিইয়াতুল ওযূর দুই রাক'আত নফল সালাত ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، 'যে কোন মুসলিম যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে দাঁড়িয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[মুসলিম হা/২৩৪; আবু দাঊদ হা/৯০৬; তিরমিযী হা/১০৫৯।]

ফযীলতপূর্ণ এই নফল সালাত নিয়মিত আদায়ের কারণেই জান্নাতে বেলাল (রাঃ)-এর পদধ্বনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনতে পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে বললেন, , يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِيْ الإِسْلَامِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّي، 'হে বেলাল! বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর, যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার সম্মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল

(ছাঃ)! আমি এছাড়া কোন আমল করি না, যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হ'তে পারে। আমি রাতে বা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা (দু'রাক'আত) সালাত আদায় করি, যা আদায় করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন'।[বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিম হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/১৩২২।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, 'হে বেলাল! কি কাজের বিনিময়ে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমার ওযূ ভেঙ্গেছে তখনই আমি ওযূ করেছি এবং মনে করেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই দুই কাজের বিনিময়েই তুমি জান্নাতে আমার সম্মুখে চলে গেছ'।[তিরমিযী হা/৩৬৮৯; মিশকাত হা/১৩২৬।

৫. তাহিইয়াতুল মাসজিদ : মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করতে হয়, যাকে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' বলে। আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন , إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وفي رواية فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِس. 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত সালাত আদায় করার পূর্বে বসবে না'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়'।[বুখারী হা/৪৪৪, ১১৬৩; মুসলিম হা/১৬৮৭; মিশকাত হা/৭০৪।]

এমনকি ইমামের জুম'আর খুৎবারত অবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও সে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' দু'রাক'আত সালাত আদায় না করে বসবে না। বরং সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেই বসবে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা দেওয়ার সময় বলেছেন, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، 'তোমাদের কেউ জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত হ'লে সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়'।[মুসলিম হা/৮৭৫; আবুদাঊদ হা/১১১৬; মিশকাত হা/১৪১১।

৬. আযান ও ইক্বামতের মাঝে সালাত : প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু'রাক'আত নফল সালাত রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন , بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاء، 'প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে'।[বুখারী হা/৬২৭; মিশকাত হা/৬৬২।আলী (রাঃ) বলেন, كان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَات، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের (ফরয সালাতের) পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন'।[তিরমিযী

হা/৪২৯, ১১৬১; মিশকাত হা/১১৭১।অন্যত্র এসেছে, كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ 'তিনি আছরের (ফরয সালাতের) পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন'।[আবু দাঊদ হা/১২৭২; মিশকাত হা/১১৭২, সনদ হাসান।

জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করে তাহিইয়াতুল মাসজিদ সালাত আদায়ের পর ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত সাধ্যমত নফল সালাত আদায় করা যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন , مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ- 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত (নফল) সালাত আদায় করল, অতঃপর ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, তারপর ইমামের সাথে (জুম'আর) সালাত আদায় করল, এতে তার দু'জুম'আর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮২।

৭. ছালাতুল হাজত : আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন' (বাক্বারাহ ২/১৫৩)। তাই বিশেষ কোন বৈধ চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করা হয়, তাকে 'ছালাতুল হাজত' বলা হয়।[ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৫; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৬১।]এজন্য শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে আশু প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা নিয়তের মধ্যে এনে নিম্নোক্ত সারগর্ভ দো'আটি পাঠ করতে হবে। اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- (আল্লা-হুম্মা রববানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খেরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র)। 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দিন ও আখেরাতে মঙ্গল দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন'। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় এ দো'আটিই পড়তেন'।[বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; মিশকাত হা/২৪৮৭, ৮১৩।]

দো'আটি সিজদায় পড়লে বলতে হবে, اَللَّهُمَّ آتِنَا... আল্লা-হুম্মা আ-তিনা...। কেননা রুকূ-সিজদায় কুরআনী দো'আ পড়া চলে না।[মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩।]এ বিষয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা'র ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। যিনি বিপদে পড়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দো'আ করলে আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত করেন।[বুখারী হা/২২১৭; আহমাদ হা/৯২৩০।]তাই আমরাও যেকোন বিপদে নফল সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দো'আ করতে পারি। তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিপদমুক্ত করবেন ইনশাআল্লাহ।

৮. ছালাতুত তাওবাহ : মুমিন বান্দার কোন ভুল বা পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। তখন সে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিশেষভাবে যে নফল সালাত আদায় করে, তাকে 'ছালাতুত তাওবাহ' বলা হয়।[ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৬২।]আবুবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ

فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّى ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَه، 'কোন লোক যদি গুনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও পবিত্রতা অর্জন করে এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন'।[ইবনু মাজাহ হা/১৩৯৫; তিরমিযী হা/৪০৬; মিশকাত হা/১৩২৪; আলে ইমরান]তওবার জন্য নিম্নের দো'আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করতে হবে।- أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْه 'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে' 'আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহর নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'।[তিরমিযী হা/৩৫৭৭; আবুদাঊদ হা/১৫১৭; মিশকাত হা/২৩৫৩।]

৯. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সালাত : আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেশে বা দেশের বাইরে অনেক সময় সফর করেথাকি। ব্যক্তিগত সফর, সাংগঠনিক সফর, হজ্জ সফর ইত্যাদি। সফর সুখের জায়গা নয়, বরং নানাবিধ ঝামেলা ও কষ্টের জায়গা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، 'সফর আযাবের অংশ'।[বুখারী হা/১৮০৪, ৩০০১; মুসলিম হা/১৯২৭; মিশকাত হা/৩৮৯৯।]সফর থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা আল্লাহর বিশেষ রহমতের বহিঃপ্রকাশ। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর থেকে ফিরে সাধারণতঃ প্রথমে মসজিদে দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করে তারপর বাড়ীতে প্রবেশ করতেন।[বুখারী হা/৪৪৩, ৪৬৭৭।

১০. ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ : আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণ ইঙ্গিত প্রার্থনার জন্য যে নফল সালাত আদায় করা হয়, তাকে 'ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ' বলা হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্ শুভ কাজটি করা মঙ্গলজনক হবে, সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে এই সালাত আদায় করা হয়। কোন দিকে ঝোঁক না রেখে সম্পূর্ণ নিরাবেগ ও খোলা মনে ইস্তেখা-রার সালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যেদিকে মন টানবে, সেভাবেই কাজ করতে হবে। এজন্য ফরয সালাত ব্যতীত ইস্তেখারার নিয়ত সহ দু'রাক'আত নফল সালাত দিনে বা রাতে যেকোন সময়ে পড়া যায়।[ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৬৩।জাবের (রাঃ) বলেন,
كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُل، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে 'ইস্তেখা-রাহ' শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের সংকল্প করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে।

নামাজ পরিত্যাগ করার বিধান

নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে নামায পড়ার জন্য যেমন উৎসাহিতও করেছেন তেমনি নামাজ না পড়ার পরিণতি সম্পর্কে সতর্কও করেছেন।নামাজ পরিত্যাগকারির পরিনাম বা শাস্তির নমুনা দেখেও নামাজের গুরুত্ব বোঝা যায়।

সালাত ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة

"মানুষ এবং শির্ক কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য সালাত ছেড়ে দেওয়া"। (সহীহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

"আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো সালাত। অতএব, যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

বেনামাজির স্থান জাহান্নাম

বেনামাযী জাহান্নামে যাবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣﴾ [المدثر: ٤٢، ٤٣]

"তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৩]

বেনামাজির হাসর হবে কাফিরদের সাথে

কিয়ামতের দিন কাফির সরদার কারূন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে বেনামাযীর হাশর হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে:

من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلفً

"যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির'আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

সালাত পরিত্যাগকারীর ইহকালীন বিধান: সালাত আদায়কারী মুসলিম নারীর সাথে বেনামাযীর বিয়ে দেওয়া নাজায়েয। তার অভিভাবকত্ব বিলুপ্ত, তার জবাহকৃত মাংস খাওয়া নাজায়েয, সে তার কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে না। তেমনি তার আত্মীয়গণও তার থেকে কোনো অংশের অধিকারী হবে না, মারা গেলে তার জানাযা আদায় করা যাবে না, তার ক্ষমা ও করুণার জন্য দো'আ করা যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না এবং সে দীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তার থেকে বিমুখ হওয়া ও তার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করা

ওয়াজিব। (শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীনের “সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান” নামক রিসালা থেকে সংকলিত

সাহাবায়ে কেরামগন এর কাছে নামাযের গুরুত্ব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে যেমন গুরুত্ব দিতেন, নামাযের প্রতি যেমন আগ্রহ ও অনুরাগ পোষণ করতেন সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও ছিল তেমনি। নামাযকে তারা মনেপ্রাণে ভালবাসতেন।রাত জেগে ইবাদত করতেন। নামাযকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আমল মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন, নামায ঠিক থাকলে অন্যান্য কাজকর্ম ঠিক থাকবে। নামাযে ত্রুটি থাকলে অন্যান্য কাজকর্মেও ত্রুটি ও অবহেলার আশঙ্কা থাকবে।

হযরত আবু বকর রা.-এর নামাযে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন এমন নিশ্চুপ ও নিশ্চল হয়ে থাকতেন, মনে হত, একটি কাঠ মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হযরত ওমর রা.কে যখন কুখ্যাত আবু লূলূ খঞ্জর দিয়ে আহত করে তখন তিনি বারবার বেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। এ অবস্থায় কেউ তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ নামায পড়ে নিলেন এবং বললেন, ‘আমি যদি নামায পড়তেই অক্ষম হয়ে যাই তবে বেঁচে থেকে আর লাভ কী?’

খারেজীরা যখন হযরত উসমান রা. কে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন হযরত উসমান রা. এ স্ত্রী বলেন, তোমরা তাকে হত্যা করো বা ছেড়ে দাও, তিনি এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। আর সারা রাত নামায আদায় করতেন। “[সিফাতুস সাফওয়া, খ.১, পৃ.২০০]
সারা রাত ইবাদত করা ও এক রাকাতে কুরআন খতমের বিষয়টি হযরত উসমান রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তার ফাজাইলুল কুরআনে একে সহীহ বলেছেন।

এক যুদ্ধের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা দুজন সাহাবীকে পাহারার দায়িত্ব দিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন মুহাজির অপরজন আনসারী। দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের একজন রাতের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পাহারা দিবে অপরজন বিশ্রাম নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় জন উঠে পাহারা দিবে আর প্রথম জন বিশ্রাম নিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাতের প্রথমভাগে আনসারী সাহাবী পাহারা দেওয়া শুরু করলেন এবং মুহাজির সাহাবী শুয়ে পড়লেন। আনসারী সাহাবী ভাবলেন শুধু বসে না থেকে বরং নামায পড়ি। নামায শুরু করার পর শত্রুশিবির থেকে এক কাফের এসে তাঁকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তীর ছুড়ল। তিনি অবিচল

দাড়িয়ে থাকলেন। ঐ দুশমন মনে করল তীর হয়তো ঠিকমতো লাগেনি। তাই সে আবার তীর ছুড়ল। এদিকে ঐ সাহাবী একভাবেই দাড়িয়ে রইলেন। ওদিকে ঐ দুশমনও একের পর এক তীর ছুড়তে লাগল। আর তা সাহাবীকে বিদ্ধ করতে থাকল। সাহাবী ধীরস্থিরভাবে রুকু-সেজদা আদায় করে যথারীতি নামায শেষ করলেন এবং মুহাজির সাথীকে জাগ্রত করলেন। মুহাজির সাহাবী তাঁর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবং ঘটনা শুনে বললেন, তুমি আমাকে আরো আগে কেন জাগ্রত করনি? আনসারী উত্তর দিলেন, আমি সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলাম, শেষ না করে রুকুতে যেতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু পরে আশঙ্কা হল আমার গায়ে যেভাবে তীর বিদ্ধ হচ্ছে তাতে যেকোনো অবস্থায় আমি শহীদ হয়ে যেতে পারি। আর তোমাকে জাগানোর আগেই যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যে পাহারা দিতে বলেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে ফেলেছি। যদি এ আশংকা না হত তাহলে সূরা শেষ না করে আমি রুকুতে যেতাম না। যদিও আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাক না কেন?

সালফে সালেহীনগন এর কাছে নামাযের গুরুত্ব

১। সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যিব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার সালাতের জামা'আত ছুটে নি।"

২। আবু হাইয়্যান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাবী'ঈ ইবন খুসাইমকে পক্ষাঘাত (রোগ) অবস্থায় সালাতের জন্য (মসজিদে) নিয়ে আসা হত, তাকে বলা হয়েছিল যে, আপনার জন্য বাড়ীতে সালাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে। তিনি বলেন আমি তো "হাইয়্যা 'আলাস সালাহ" শুনতে পাই, তোমাদের যদি সালাতে পৌঁছার সমর্থ থাকে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সালাতে উপস্থিত হও।"

৩। ইবরাহীম আত-তাইমী রহ. বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তিকে সালাতের তাকবীরে উলায় (প্রথম) অংশ গ্রহণে অলসতা করতে দেখ তবে তার থেকে বিমূখ হয়ে যাও।"

৪। মুস'আব বলেন, 'আমের মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর অবস্থায় মুয়াজ্জিনের আজান শুনে বলেন, আমার হাত ধর, (মসজিদে যাওয়ার জন্য) তাকে বলা হলো: আপনি তো অসুস্থ। তিনি বললেন: আমি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বান শুনব আর সে আহ্বানে সাড়া দিব না? লোকেরা তার হাত ধরে মসজিদে নিয়ে গেল। তিনি মাগরিব সালাতে ইমামের সাথে যোগ দিলেন এবং এক রাকাত সালাত আদায় করার পর মারা যান, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। (এই ব্যক্তি হলেন আমের ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম)

৫। ওয়াকী' ইবন জাররাহ বলেন, "আ'মাশের বয়স যখন প্রায় সত্তর বছর হয়েছিল তবুও তার (সালাতে) তাকবীরে উলা ছুটে নি।"

৬। মুহাম্মাদ ইবন মুবারক বলেন, “সা‘ঈদ ইবন আব্দুল আযীযের সালাতের জামা‘আত ছুটে গেলে তিনি কাঁদতেন।”

৭। গাস্সান বলেন, আমার নিকট আমার ভ্রাতুস্পুত্র বিশর বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার চাচা বিশর ইবন মানসুর বাসরীকে তাকবীরে উলা ছুটেছে দেখি নি।”

উপসংহার

সালাতের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতির বার বার প্রতিফলন ঘটায়। সে তার স্রষ্টাকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করে যাচ্ছে। এ সালাতের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ কংটকমুক্ত হয়। সালাত ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মমতাবোধ ফিরিয়ে আনে। গড়ে উঠে সামাজিক ঐক্য। সালাতের মাধ্যমে ছগীরা তথা ছোট ছোট গুনাহগুলো হতে পরিত্রাণ লাভ করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১.আল কুরআন

২.কুরআন তাফসীর

১০.সালাত,দুয়া ও যিকির বই

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহি.)

১১.সালাত নবীজির শেষ আদেশ - শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

১২.ফিকহুস সালাত - ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

১২.বাংলা হাদিস

https://www.hadithbd.com/

১৩ মাসিক আল কাউসার

https://www.alkawsar.com/bn/

১৪.https://www.quraanshareef.org/

১৫.https://ihadis.com/

Name Farzana Fatema Siddika

Roll 227021367